বার্ষিক সাধারণ সভা
২০২৩

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম
কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন
(দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম- এর শাখা)

সূচীপত্র

অনুষ্ঠানসূচী 1

শুভেচ্ছা বার্তা 2

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩ 4

সংগঠনের আয়-ব্যায়ের হিসেব 17

পরিচালন কমিটির তালিকা ২০২২-২৩ 18

২০২২-এর বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরনী 19

২০২২-এর কার্যকরি কমিটির তালিকা 30

ব্লক শাখা কমিটির তালিকা 32

অনুষ্ঠান সূচী

সকাল ৯টায় - পতাকা উত্তোলন

সকাল ৯-৩০মিনিট - বার্ষিক সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

সকাল ১০-৩০মিনিট- সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ।

সকাল ১১-৩০ মিনিট – আয়-ব্যায়ের হিসেব পেশ।

দুপুর ১২টায়- প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যায়ের উপর আলোচনা।

দুপুর ১ টায়- দুপুরের আহার।

দুপুর ২টায়- ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারন।

দুপুর ৩টায় – কমিটি গঠন।

দুপুর ৩-৩০ মিনিটে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ।

NATIONAL PLATFORM FOR SMALL SCALE FISHWORKERS

১৩ই অক্টোবর ২০২৩

শুভেচ্ছা ও সংহতি বার্তা

সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম, এবং
সম্পাদক, কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

প্রিয় সাথী,

পূর্ব-মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের ষষ্ঠ এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের দশম বার্ষিক সম্মেলনকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের অন্যতম সক্রিয় ও শক্তিশালী শাখা সংগঠন হিসেবে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত করার লড়াইএ কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং পূর্ব-মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম অনন্য অবদান রেখেছে।

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠন ও লড়াইকে শুধুমাত্র সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে সীমিত না রেখে অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রের বৃহত্তর পরিসরে বিস্তৃত করা; সদস্য ভিত্তিক ইউনিয়ন সংগঠন গঠন; পার্শ্ববর্তী জেলায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া; জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজেলের ইউনিয়নকে সর্বতোভাবে মদত দেওয়া; মৎস্যজীবীদের সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়ানো; সর্বোপরি ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অবস্থানে অবিচল থেকে তাদের স্বার্থে তৃণমূল স্তর থেকে নীতিগত ক্ষেত্র পর্যন্ত আপোষহীন লড়াই করা আপনাদের সংগঠনকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসার প্রধান অবলম্বনে পরিণত করেছে। এই দায়িত্বই আপনাদের স্বীকৃতি, আপনাদের সম্মান।

বার্ষিক সম্মেলনের এই ঐতিহাসিক লগ্নে আমরা স্মরণ করব নির্মলেন্দু দাস, শুকদেব রঞ্জিত, ভাকু চরণ ধাড়া, অমূল্য বর, শক্তিচরণ শাসমলের মতো সৎ ও দক্ষ নেতাদের অক্লান্ত প্রয়াসকে। আমরা স্মরণ করব জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনে ফাদার টমাস কোচারি, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, মাখানি সালধানার মতো প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে। এ আমাদের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, আমাদের পথের দিশা দেখানো আলোকবর্তিকা।

চাই সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, জলাধার, জলাভূমি, পুকুর সহ সমস্ত জলাশয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার ও চাষ করার অধিকার; চাই দূষণ, জবরদখল এবং অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার রোধ করার অধিকার; চাই নিবিড় চিংড়ি চাষ নিষিদ্ধকরণ; চাই খটির জমির আইনি অধিকার; চাই বাছুনি-শুকুনি সহ সব মহিলা মৎস্যকর্মীর সশক্তিকরণ; চাই উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

আমার সংগ্রামী সহযোদ্ধাদের বার্ষিক জেলা সম্মেলন সার্বিকভাবে সফল হবে, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের লড়াই সংগ্রামকে নতুন দিশা দেখাবে, এই প্রত্যাশা এবং প্রত্যয় সহ -

প্রদীপ চ্যাটার্জী
জাতীয় আহ্বায়ক,
ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিশ ওয়ার্কার্স

Headquarters: 20/4 Sil Lane, Kolkata-700015, West Bengal, India. Phone & Fax-91-33-23283989.
National Convener: Pradip Chatterjee (Mobile: 9874432773)
Delhi Office: B48/T1, Dilshad Garden,Delhi-110095. (Contact: Dipak Dholakia. Mobile 9818848753)
Website: http:// www. smallscalefishworkers.org E-mail: npssfw@smallscalefishworkers.org

কারবারের নিরাপত্তা ★ পেশার মর্যাদা ★ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন
MIDNAPORE DISTRICT COASTAL FISH VENDORS' UNION
Trade Union Regd. No.- 23219, (03.09.1999)
Affiliated to - National Platform for Small Scale Fish Workers (NPSSFW)
মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়ন
দাদনপাত্রবাড় ঃ রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর - ৭২১৪৫৫
ইউনিয়ন কার্যালয় : জালালখানবাড় (ওয়ার্ড নং-২১), কাঁথি বাজার, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০৩ (মাউন্টেন ক্লাবের নিকট)
মোবাইল নম্বর:- ৯৮০০৭৭৭৪৫৮, Email ID: vendorcontai@gmail.com

প্রতি
মানসী দাস
সভাপতি
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অধিকার লড়াইর মঞ্চ 'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম'-এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন হতে চলেছে। খুবই আনন্দের কথা। এই সম্মেলন হবে খটি আন্দোলনের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শরীক বগুড়ান জালপাই মৎস্যখটিতে। এটি মৎস্যজীবী একটি জনপদও। এখানে বার্ষিক সভা হওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম' সারাবছর ধরে প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করে। একারণে দীর্ঘ দিন ধরে মৎস্যজীবী থেকে সাধারণ মানুষের আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে এই সংগঠন। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন উল্লিখিত জেলা সংগঠনের অঙ্গ। তাই খটি ইউনিয়নও একইভাবে তার সাংগঠনিক সততা ও নৈপুণ্যের জন্য সমান অভিনন্দন পাওয়ার দাবি রাখে।

সারা বছরের জেলে জীবন-জীবিকার এই মুল্যায়ণের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সংগঠনের 'স্মরণিকা' প্রকাশ একদিকে যেমন সকল নেতৃত্বকে প্রাণিত করবে, অন্যদিকে সাধারণ সদস্যদের কাছে সংগঠনের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করবে।

মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়ন ও দঃ বঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে আপনাদের এই অনুষ্ঠানের পূর্ণ সাফল্য কামনা করছি।

চরৈ বেতি ...

সুজয় জানা
সভাপতি
মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়ন

বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০২৩

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন।

১৩ অক্টোবর ২০২৩, বুধবার

স্থান: বগুড়ান জালপাই, কাঁথি ১ ব্লক।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের দশম বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত সকল প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করছি।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শাখা সংগঠন এবং সেই সুবাদে ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিশ ওয়ার্কার্স (NPSSFW)-এর সংশ্লিষ্ট। আমরা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট নই। আমাদের রাজনীতি দলমত, ধর্ম, জাতপাত নির্বিশেষে আপামর ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের জীবন-জীবিকা রক্ষা ও বিকাশের রাজনীতি, প্রাকৃতিক জল ও মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের রাজনীতি। আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থে পরিচালনা করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইদানীং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার মৎস্যজীবীদের জন্য নানা প্রকল্পের গালভরা ঘোষনা করছেন। কিন্তু সমুদ্র, নদী, জলাধার, খাল, বিল, পুকুরে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার, মাছচাষ করার এবং জলাশয় ও মৎস্যসম্পদ রক্ষা করার অধিকার দিতে তাদের ভীষন আপত্তি। তারা সরকারের মুখাপেক্ষী না থাকা স্বাধীন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জলাশয় ও মৎস্য সম্পদের অধিকারহীন করে রেখে, ভর্তুকি ও সরকারি প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল ভিক্ষুকে পরিণত করতে চান। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জলাশয় ও মৎস্য সম্পদের অধিকার থেকে উৎখাত করে বিনিয়োগকারীদের রাজ কায়েম করতে চান।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা অবিশ্বাস্যরকমের জলসম্পদে সমৃদ্ধ। ৬৫.৫ কিমি সমুদ্র এলাকা, নদী, খাল, জলাভূমি, জলাধার এবং পুকুর ইত্যাদি রয়েছে। গত তিন বছর ধরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মৎস্য উৎপাদনে প্রথম স্থানে রয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মাছ পাচ্ছেন না। অভূতপূর্ব সংকট তাদের জীবন-জীবিকাকে গ্রাস করছে।

জেলা মৎস্য দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানতে পারছি- মিষ্টি জলে আমাদের জেলায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৫০১০৭ মেট্রিক টন(১লক্ষ ৫০ হাজার ১০৭), নোনাজলে মাছ চাষ থেকে ৫৫৯৩৫মেট্রিক টন(৫৫হাজার ৯৩৫) এবং সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে ৯৪২০০মেট্রিক টন (৯৪হাজার ২০০) মাছ উৎপাদন হয়েছে। খটি মৎস্যজীবীরা ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৪,৩৪০ (১৪হাজার ৩৪০) মেট্রিক টন শূটকি মাছ উৎপাদন করেছে। বর্তমানে খটি মৎস্যজীবীদের সংখ্যা প্রায় ৪০হাজার। জেলা মৎস্য দপ্তরের হিসেব অনুসারে জেলায় মোট মৎস্যজীবীর সংখ্যা ৫.১৫লক্ষ (৫লক্ষ ১৫হাজার)। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের জেলা মৎস্য দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে জানতে পারছি জেলায় ৩৯৪টি হস্তচালিত নৌকা, ১২৪১ টি

ছোট মেশিন নৌকা এবং ১৩৫৫টি বৃহৎ যান্ত্রিক বোট রয়েছে। এর বাইরেও বহু নৌকা অরেজিস্ট্রিকৃত রয়েছে।

লুঠ হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ, লুঠ হয়ে যাচ্ছে উপকূল। সমুদ্রগামী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। মরশুমের পর মরশুম ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মাছের আকালে ভুগছে। মাছ কমে যাওয়ার জন্য জেলে, মাছ বাছুনী, মাছ বিক্রেতা আর তার সাথে জাল ও নৌকো তৈরী ও মেরামতিতে নিযুক্ত কর্মীরা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। আমরা যদি গত ৩০ বছরের তুলনা করি তাহলে দেখতে পাবো বড় যান্ত্রিক বোটের দ্বারা ধ্বংসাত্মক ও অতিরিক্ত মৎস্য শিকারের ফলে ৬০ভাগ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী তাদের জীবিকা থেকে উৎখাত হয়েছেন। সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের হিসেব হয়ে দাঁড়িয়েছে বড় যান্ত্রিক মাছধরা বোটের দ্বারা সমুদ্রের মাছ লুঠের হিসেব। এছাড়া উন্নয়নের নামে আইনি ও বেআইনি ভাবে বৃহৎ পুঁজি কর্তৃক লাগামছাড়া জবর দখল, দূষণ ও জলের বিনাশকারী ব্যবহারে আমাদের উপকূল অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ ধ্বংস করছে। আর এসব কিছু চলছে সরকারের প্রশ্রয়ে ও মদতে।

নদী-খাঁড়ি-সমুদ্রে মৎস্য সম্পদের আর একটি বিনাশকারী পদ্ধতি হল মশারি জালের ব্যবহার। এই জাল ব্যবহার করে চিংড়ির পোনা ধরা হচ্ছে। একটি চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের অজস্র ডিম পোনা নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই বিভিন্ন প্রজাতির মাছ নদী-সমুদ্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা অনেকেই পরিণাম জেনে বা না জেনে এই ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারে নিযুক্ত রয়েছি। ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মৎস্য-শূণ্য নদী-সমুদ্র উপহার দিতে চলেছি।

অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রেও ধ্বংসাত্মক প্রভাব বেড়েই চলেছে। রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারই মৎস্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ ভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির নীতি নিয়েছে। প্রাকৃতিক জল ও মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ণ বা তার উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা বা উন্নতি নয় - কত কম সময়ে, কত কম জায়গায়, কত বেশি উৎপাদন করা যায় সেটাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে নিবিড় এবং অতিনিবিড় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হচ্ছে। অ-মৎস্যজীবী বিনিয়োগকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। উপকূল সহ নোনা জলের উৎস যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সব জায়গায় নিবিড় চিংড়ি চাষের প্রাদুর্ভাব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। চাষের জমি-জলাশয় কোন কিছুই বাদ যাচ্ছে না। চিংড়ি উৎপাদনের প্রায় ৯০ শতাংশ রপ্তানি করা হয়। বিদেশের জন্য উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা আমাদের জলাশয়, নদী, সমুদ্র, খাল, বিলের প্রাকৃতিক ও বাস্তুতান্ত্রিক সাম্যের পরোয়া করছি না। অপরদিকে মাছ চাষে 'ময়না মডেল' নামে একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছে মৎস্য দপ্তর। পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম ময়না মডেলের বিরোধিতা করছে। ময়না মডেলের ফলে এলাকায় নদী ও খালে জল পাওয়া যায় না। মাছ চাষে ক্ষুদ্র মাছ চাষীরা জল পাচ্ছে না। উঁচু উঁচু বাঁধ দেওয়ার ফলে ক্ষুদ্র মাছ চাষীদের পুকুর বৃষ্টির সময়ে ডুবে যাচ্ছে। জল নিকাশী বন্ধ। ময়না মডেলে রাসায়নিক খাদ্যের দ্বারা উৎপাদিত মাছের গুণগতমান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে কিছু অসাধু ব্যক্তিদ্বারা নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ শিকার। এরফলে শুধু মাছই নয় জলজ প্রাণী সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় জলপথ প্রকল্প ঘোষণা করার ফলে একদিকে নদীতে দূষণ বাড়ছে, আরেকদিকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাল-নৌকো অনবরত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদীর পাড় দখল করে বে-আইনি ইঁটভাটা নির্মান এবং নিবিড় মাছ চাষের ফলে নদীর স্বাভাবিক জীববৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে মৎস্য সম্পদ। উৎখাত হচ্ছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী।

আমরা চাই সুসংহত ও সুস্থায়ী মৎস্যক্ষেত্র। তাই, অবিলম্বে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধ করতে হবে। ক্ষুদ্র মৎস্য আহরণকারী ও মৎস্য চাষীদের জীবিকার নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে চাই সুস্থায়ী উৎপাদন। ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় মৎস্য উৎপাদন বন্ধের জন্য ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সংগঠিত হতে

হবে। ব্যাপক ভাবে প্রচারাভিযান এবং লড়াইয়ে নামতে হবে। সরকারকে বাধ্য করতে হবে মৎস্যক্ষেত্রে পুঁজি খাটানো বড় মৎস্য শিকারি ও মৎস্যচাষীদের ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় মৎস্য উৎপাদন বন্ধ করার জন্য।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে। সংগঠন বর্তমানে ৪টি মহকুমায় (কাঁথি, এগরা, তমলুক এবং হলদিয়া) ১৪টি ব্লকে (কাঁথি ১, দেশপ্রাণ, খেজুরী ২, রামনগর ২, রামনগর ১, সুতাহাটা, কোলাঘাট, মহিষাদল, ময়না, ভগবানপুর ১, পটাশপুর ১, নন্দীগ্রাম ২, নন্দীগ্রাম ১, এবং নন্দকুমার) কাজ করছে। সংগঠনের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ২৮৮৪ জন এরমধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ৮৯৩জন।

মহকুমা ভিত্তিক কাজের খতিয়ান এবং সংগঠনের কাজের সাফল্য ও ব্যার্থতা তুলে ধরছি –

কাঁথি মহকুমা:

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত ৫টি ব্লকে (রামনগর ১, রামনগর ২, কাঁথি ১, দেশপ্রাণ এবং খেজুরী ২ ব্লক) সংগঠনের বিস্তৃতি রয়েছে। কাঁথি মহকুমার সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৭২১জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ২৬২ জন। এরমধ্যে কাঁথি ১ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ৯১ জন। দেশপ্রাণ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ১৪২ জন। খেজুরী ২ ব্লকের সদস্য সংখ্যা -৩৩৬ জন। রামনগর ১ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ৪৭জন এবং রামনগর ২ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন। রামনগর ১ ব্লক ব্যতিত বাকি ৪টি ব্লকের প্রত্যেক সদস্য খটি কাজের সাথে যুক্ত। রামনগর ১ ব্লকের নিউ দীঘার মৎস্যজীবীরা সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রত্যেকে সারিন জালের কারবার করতেন। সমুদ্রে মাছের আকাল, পর্যটন প্রসারের প্রভাব, এবং বন দপ্তরের অসহযোগিতায় মৎস্যজীবীরা দিনের পর দিন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। সমুদ্রে মাছ না থাকার কারনে ব্যবসায় লাভ না হওয়ার ফলে মৎস্যজীবীরা কারবার বন্ধ করে দিয়েছেন। কারবার বন্ধ হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে পেশার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে ঐ এলাকার কোন মৎস্যজীবী সংগঠনের সদস্যপদ নবীকরণ করেননি।

উল্লেখযোগ্য কাজ:

ব্লক সম্মেলন:

১২ই মার্চ ২০২৩ তারিখে কাঁথি ১ ব্লকের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন, ৮ই জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে দেশপ্রাণ ব্লকের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন, ৬ই জুলাই ২২ তারিখে রামনগর ২ ব্লকের এবং ২৩ শে জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে খেজুরী ২ ব্লকের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ব্লক পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে ব্লক কমিটিগুলি নিজ নিজ এলাকার মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হচ্ছেন।

সমুদ্র সৈকত রক্ষা ও খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুনিশ্চিতকরণে উদ্যোগ:

কাঁথি ১ ব্লকের জুনপুট থেকে শৌলা পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতকে রক্ষার আন্দোলন দীর্ঘ দিনের। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে স্থানীয় মৎস্যজীবীরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। সারা বছরের তুলনায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১৪ই জানুয়ারী অবধি সময়ে সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ভিড় থাকে। পিকনিক করতে আসেন বহু পর্যটক। এই সময়ে সমুদ্র সৈকতের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সহ খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা বিঘ্নিত হয়। সমুদ্র সৈকতের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা, যান চলাচল ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করা, মানুষজন যাতে সুষ্ঠুভাবে সমুদ্র সৈকত উপভোগ করতে পারেন তার জন্য ১৯ শে ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক ২২/১২/২০২২ তারিখে জেলা পুলিশ সুপারের নিকট লিখিত আবেদন করেন সমুদ্র সৈকতের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুলিশ মোতায়েনের জন্য।

পর্যবেক্ষণ: ২৫ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ১৪ই জানুয়ারী ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত বগুড়ান জাল পাই ২ মৎস্য খটিতে পুলিশ পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়। কোন ধরনের যান সমুদ্র সৈকতে নামতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ শক্ত হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করেছে। বন দপ্তরের ভূমিকাও প্রশংসনীয় ছিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশাসনের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

নৌকা নিবন্ধীকরণে উদ্যোগ:

কাঁথি ১ ব্লকের মোটোরাইজড নন মেকানিক্যাল এবং হস্তচালিত নতুন নৌকার রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংগঠন এবং ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরফলে নৌকা মালিকরা বিনা হয়রানিতে নৌকা নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র হাতে পেয়েছেন। নতুন নৌকার নিবন্ধীকরণের ৯ টি শংসাপত্র এবং ৫ টি নৌকার নবীকৃত লাইসেন্স নৌকা মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। খেজুরী ২ ব্লকের মোটোরাইজড নন মেকানিক্যাল বোটের রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১৭/০২/২০২৩ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট ১২জন নৌকা মালিকের তালিকা প্রদান করা হয়। সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় ১২টি নতুন নৌকার নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র নৌকা মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নৌকার লাইসেন্স নবীকরণের জন্য সহযোগিতা করা হয়েছে ২২ জন নৌকা মালিককে। রামনগর ১ ব্লকের ২টি নৌকার লাইসেন্স নবীকরণ এবং রামনগর ২ ব্লকের ৫টি নৌকার লাইসেন্স নবীকরণের জন্য সহযোগিতা করা হয়েছে।

খটি কমিটির অচলাবস্থা নিরসণে উদ্যোগ:

বগুড়ান জালপাই ১ মৎস্য খটিতে খটি কমিটির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও খটি কমিটি গঠনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। পূর্বতন খটি কমিটি অন্যায়ভাবে কমিটি গঠনে বাধা প্রদান করছিলেন। খটির সক্রিয় লায়াগণ খটি কমিটি গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বার বার ব্যর্থ হচ্ছিলেন। অবশেষে কাঁথি ১ ব্লকের ব্লক অবজারভার শ্রীকান্ত দাস এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়ার সক্রিয় উদ্যোগে খটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে নতুন খটি কমিটি দপ্তর কর্তৃক অনুমোদন পায়। খটি কমিটি গঠনের ফলে খটি পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা ছিল তা নিরসণ করা গেছে। খটি কমিটির সুপারিশে গার্ড পদে পূর্ণিমা মাইতি দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন।

স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী:

রামনগর ২ ব্লক শাখা কমিটি এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট পেশ করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক গৌতম বেরা, সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া, সহ সম্পাদক বুলাশ্যাম প্রামাণিক, এবং ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন শ্রীকান্ত দাস, সন্তোষ বর প্রমুখ নেতৃত্ব।

হলদিয়া মহকুমা:

হলদিয়া মহকুমার ৫টি ব্লকের মধ্যে সংগঠন ৪টি ব্লকে (নন্দীগ্রাম ১, নন্দীগ্রাম ২, সুতাহাটা এবং মহিষাদল) মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। ব্লকগুলিতে নদী নির্ভর মৎস্যজীবীরা রয়েছেন। রূপনারায়ণ, হলদী এবং হুগলী নদীতে এলাকার মৎস্যজীবীরা মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত ১০৩৩ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছেন, মহিলা সদস্য ২৪৮জন। এরমধ্যে মহিষাদল ব্লকের সদস্য সংখ্যা ৪০৩ জন, সুতাহাটা ব্লকের সদস্য সংখ্যা ৫৭ জন, নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ৪১৮ জন এবং নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ১৫৫ জন। সদস্যদের মধ্যে নৌকায় নিযুক্ত কর্মী, জাল বুননকারী, মাছ ব্যবসায়ী, মাছ চাষী এবং নৌকা মিস্ত্রী রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য কাজের খতিয়ান:

ব্লক সম্মেলন:

নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন, নন্দীগ্রাম ২ ব্লক শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন, মহিষাদল ব্লক শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন এবং সুতাহাটা ব্লক শাখার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ব্লক শাখা কমিটি গঠন এবং ব্লক গুলির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারন করা হয়।

নৌকা নিবন্ধীকরণ:
হলদিয়া মহকুমা এলাকায় নৌকা নিবন্ধীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। নৌকা নিবন্ধীকরণ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল। সংগঠনের লাগাতার আন্দোলনের ফলে দপ্তর নৌকা নিবন্ধীকরণ চালু করে। ব্লকগুলি থেকে অ-নিবন্ধীকৃত নৌকাগুলির তালিকা দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। নন্দীগ্রাম ১ ব্লক থেকে অ-নিবন্ধীকৃত ৩৬টি নৌকার তালিকা দপ্তরে জমা করা হয়। ২০২৩-এ দু দফায় নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের ২০টি নৌকার নিবন্ধীকরনের জন্য পূরণ করা আবেদন পত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করা হয়। সুতাহাটা ব্লকের ৩৩টি অ-নিবন্ধীকৃত নৌকার তালিকা জমা করা সত্বেও দু-দফায় মাত্র ১৭টি নৌকার নিবন্ধীকরনের আবেদনপত্র সহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দপ্তরে জমা করা হয়। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের ৫টি অ-নিবন্ধীকৃত নৌকার তালিকা জমা করা হয়। দু-দফায় ৬টি নৌকার নিবন্ধীকরনের আবেদন পত্র সহ তথ্যাদি জমা করা হয়েছে। মহিষাদল ব্লকের ৭০টি অ-নিবন্ধীকৃত নৌকার তালিকা জমা করা হয়। এরমধ্যে ৩টি পর্যায়ে ৬৭টি নৌকার আবেদন পত্র সহ তথ্যাদি দপ্তরে জমা করা হয়েছে।

সাফল্য:
১) মহিষাদল ব্লকের ৫২ টি নৌকার নিবন্ধীকরণ শংসা পত্র নৌকা মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
২) সুতাহাটা ব্লকের ১০ টি নৌকার নিবন্ধীকরণ শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।
৩) নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের ২টি নৌকার নিবিন্ধীকরণ শংসাপত্র নৌকা মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
৪) নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের ১৫টি নৌকার নিবন্ধীকরেণের শংসাপত্র নৌকা মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

২) মৎস্যজীবীদের নৌকা ও জাল রাখার জায়গা থেকে মাটি কাটার প্রতিবাদ

মহিষাদল ব্লকের অন্তর্গত কেশবপুর জালপাই মৌজার (তেঁতুলতলা) অজন্তা ইটভাটা মৎস্যজীবীদের নৌকা ও জাল রাখার জায়গা থেকে জেসিবি দিয়ে মাটি কাটে। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করে। তাতে কোন লাভ হয়নি। বরং ইটভাটা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে হুমকি আসে। নিরুপায় হয়ে এলাকার মৎস্যজীবীরা সম্মিলিতভাবে মহিষাদল ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট লিখিত আবেদন জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে জেলা ভূমি দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়। প্রতিলিপি প্রদান করা হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মহিষাদল ব্লকের নিকট।

সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে অজন্তা ইটভাটাকে নোটিশ করা হয়। নোটিশের পরে মৎস্যজীবীদের হুমকি দেওয়া বন্ধ রয়েছে। নতুন করে আর মাটি কাটা হয়নি।

৩) পৌর বর্জ্যের দ্বারা নদীর জল দূষণের প্রতিবাদ

তাম্রলিপ্ত পৌরসভা 'উত্তর শঙ্কর আড়া' মৌজার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদীর পাড়ে পৌরসভার বর্জ্য ডাম্প করতো। বেশ কয়েক বছর ধরে পৌরসভা নদীর পাড়ে ডাম্পিং গ্রাউণ্ড বানায়। ঐ এলাকায় যেসকল মৎস্যজীবী মাছ ধরতে যেতেন তাদের দূর্গন্ধে ভীষণ অসুবিধে হত, এবং পৌর বর্জ্য সরাসরি নদীতে পড়তো। জালে মাছ ওঠার বদলে প্লাস্টিক আবর্জনা ভরে থাকতো।

সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম দফায় তাম্রলিপ্ত পৌসভার চেয়ারম্যাণ এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিককে ০৯ই মার্চ ২০২৩ তারিখে পৌর বর্জ্য সরানোর আবেদন জানানো হয়। ১মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় সংগঠন ১৯ শে এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জেলা শাসক-কে আবেদন জানায় এবং প্রতিলিপি মহকুমা শাসক, তমলুক, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, তমলুক এবং জেলা জন-স্বাস্থ্য দপ্তরকে দেওয়া হয়। ২০ শে এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পরিবেশ দপ্তরের সদস্য সচিবকে আবেদন করা হয়। আবেদনের সাথে পৌর বর্জ্যের স্তুপাকৃতি ছবি এবং গুগুল লোকেশান সংযুক্ত করা হয়।

সাফল্য: তাম্রলিপ্ত পৌরসভা থেকে সংগঠনের প্রতিনিধিদের পৌরসভায় আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। ৩১ শে মে সংগঠনের নেতৃত্ব, মহিষাদল ব্লক শাখা কমিটির নেতৃত্ব এবং তাম্রলিপ্ত পৌরসভার মৎস্যজীবীগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় পৌরসভার আধিকারিক এবং কাউনসিলর সংগঠনের প্রতিনিধিদের বলেন সংগঠনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। পরিবেশ রক্ষার এই লড়াইয়ে পৌরসভা আপনাদের পাশে আছে। তাই রূপনারায়ণ নদীর পাড় থেকে পৌর বর্জ্য সরানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। মিটিং শেষে সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উত্তর শংকর আড়া মৌজায় যান। পৌর বর্জ্য সরানোর কাজ প্রত্যক্ষ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক অমল ভূঞ্যা।

স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী:

মহিষাদল ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ৬দফা দাবির ভিত্তিতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মহিষাদল ব্লক শাখা কমিটির নেত্রী শ্রীদেবী কর ভূঞ্যা।

নন্দীগ্রাম ১ ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ৮দফা দাবির ভিত্তিতে ৭/০৯/২০২৩ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সমষ্টি উন্নয়নের আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন নন্দীগ্রাম ১ ব্লক শাখা কমিটির সভাপতি সহদেব মন্ডল এবং অন্যতম ব্লক নেতৃত্ব গোকুল বাঁকুড়া।

পরিকাঠামো উন্নয়ন:

হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত মহিষাদল ব্লকের নাটশাল ঘাটে বিদ্যুতায়ন, বাঁকা ঘাটে পানীয় জল সহ ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৯/০৫/২০২৩ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। নন্দীগ্রাম ২ব্লকের গোপালচক ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৮/০৪/২০২৩ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। নন্দীগ্রাম ১ ব্লকের অন্তর্গত সাউদখালি, কেন্দ্যামারী এবং কাঁটাখালি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নয়নের আবেদন ০৮/০৭/২০২৩ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট জানানো হয়।

পি ভি সি আধার কার্ড:

মৎস্য দপ্তর নদী ও সমুদ্রে মৎস্য আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিনামূল্যে পি ভি সি আধার কার্ড প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। নন্দীগ্রাম ২ ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ৬৬ জন মৎস্যজীবীর আবেদনপত্র দপ্তরে জমা করা হয়েছে। মহিষাদল ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ৬৪ জন মৎস্যজীবীর আবেদন পত্র জেলা মৎস্য দপ্তরে জমা করা হয়েছে।

তমলুক মহকুমা:

তমলুক মহকুমার অন্তর্গত চারটি ব্লক রয়েছে। এই চারটি ব্লকের মধ্যে তিনটি ব্লকে (কোলাঘাট, নন্দকুমার, ময়না) সংগঠন কাজ করছে। তমলুক মহকুমার সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৫৫২ জন। এরমধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ১৬৭ জন। ব্লক ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা হল- কোলাঘাট ব্লকে ১২০ জন, নন্দকুমার ব্লকে ১৪৪ জন তমলুক পৌরসভা ১৪ জন এবং ময়না ব্লকে ২৭৪ জন। তমলুক মহকুমার সদস্যদের মধ্যে মাছ চাষের সাথে যুক্ত মৎস্যকর্মীদের প্রাধান্য রয়েছে, অল্প সংখ্যক মৎস্য বিক্রেতা এবং মৎস্য আহরণকারীও রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীঃ

ব্লক সম্মেলন:

১৫ ই নভেম্বর ২০২২ তারিখে কোলাঘাট ব্লক শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন সাহাপুর গঙ্গা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। ময়না ব্লক শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ৬ই আগস্ট ২০২৩ তারিখে শ্রীধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং নন্দকুমার ব্লক শাখার প্রথম বার্ষিক সম্মেলন ১৮ই ডিসেম্বর ২০২২ -এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ব্লক শাখা কমিটি গুলির পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক মৎস্যজীবীদের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাধানে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠনে উদ্যোগ:

মৎস্য দপ্তর মাছ চাষীদের জন্য মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গোষ্ঠীগুলির মধ্য দিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরকারি স্কীমগুলির বাস্তবায়ণ করাই দপ্তরের লক্ষ্য। ব্লক শাখা কমিটিগুলি যাতে মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠনে উদ্যোগী হয় তার জন্য সচেতনত করা হয়। নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটি থেকে ২টি গ্রুপের জন্য আবেদন জানানো হয়। কোলাঘাট ব্লক শাখা ২০২২ সালে একটি গ্রুপের নিবন্ধীকরণ শংসা পত্র পায়। পরে আর একটি গ্রুপ গঠনের জন্য আবেদন করে। ময়না ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ৩টি গ্রুপ গঠনের জন্য ১৮/১০/২০২২ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট দাবি জানানো হয়।

মৎস্য দপ্তর থেকে মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। গোষ্ঠীগুলি 'ছোট জলাশয়ে মাছ চাষ', ঠান্ডা বাক্স সহ অন্যান্য প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হতে পারছে। প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারা যাচ্ছে।

সাফল্য:

১) নন্দকুমার ব্লকে 'মা শীতলা মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী' এবং 'মা কালি ফিশ ট্রেডিং মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী' নামে দুটি গোষ্ঠীর নিবন্ধীকরণ হয়েছে।

২) কোলাঘাট ব্লকে 'গোপালনগর মৎস্যজীবী মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী' গঠন করা হয়েছে।

৩) ময়না ব্লকে 'রায়নগর সত্যপীর মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী এবং 'শ্রীধরপুর মা শীতলা মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী' নামে দুটি গোষ্ঠীর নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন পত্র সহ প্রয়োজনীয় নথি ব্লক কার্যালয়ে জমা করা হয়েছে।

৪) কোলাঘাট ব্লকের সংগঠনের অন্তর্গত দুটি মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীর ৩০ জন সদস্যকে ছোট জলাশয়ে মাছ চাষ স্কীমে ৫০০০টাকা করে দেওয়া হয়েছে।
৫) নন্দকুমার ব্লকে দুটি গ্রুপের মধ্যে ৩ জন মাছ চাষী ছোট জলাশয়ে মাছ চাষ স্কীমে ৫০০০টাকা করে পেয়েছেন। ২জন চাষী ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র স্কীমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।
৬) কোলাঘাট ব্লকে ২ জন মাছ বিক্রেতা বঙ্গ মৎস্য যোজনার অন্তর্গত মোপেড সহ ঠান্ডা বাক্স পেয়েছেন।
৭) কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে ৫০টি ঠান্ডা বাক্স এবং ওযন যন্ত্র স্কিমে উপভোক্তাদের নামের তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

নৌকা নিবন্ধীকরণ:

সংগঠনের লাগাতার প্রয়াসের ফলে ময়না এবং নন্দকুমার ব্লককে সামুদ্রিক ব্লক হিসেবে মৎস্য দপ্তর চিহ্নিত করেছে। এরফলে এই এলাকার মৎস্যজীবীদের নৌকা নিবন্ধীকরণে আর কোন বাধা নেই। ময়না ব্লকের ৮টি নৌকার তালিকা প্রদান করার পর দপ্তর থেকে নৌকা নিবন্ধীকরণের আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। ২১/০৬/২০২৩ তারিখে নন্দকুমার ব্লকের ১৪টি নৌকার নিবন্ধীকরণের আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় নথি জমা করা হয়েছে। ২৯/০৩/২০২৩ তারিখে কোলাঘাট ব্লকের ১৪টি নৌকার নিবন্ধীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা করা হয়েছে। ২৭/০৯/২০২৩ তারিখে ব্লকের এফ ই ও নৌকাগুলি পরিদর্শন করেন।

ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার ও বেস অফ অপারেশনের প্রস্তাব

নন্দকুমার ব্লকের হলদি নদীর পাড়ে অবস্থিত গিরিরচক গ্রামকে ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার এবং এবং বেস অফ অপারেশনের তালিকায় নথিভূক্তকরণের জন্য দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। কোলাঘাট ব্লকের ৩টি জায়গাকে ফিশ ল্যাণ্ডিং সেন্টার এবং বেস অফ অপারেশনের তালিকায় নথিভূক্তকরণের জন্য প্রস্তাব দপ্তরে পাঠান হয়েছে।

সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোলাঘাট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে ল্যাণ্ডিং সেন্টারের প্রস্তাব সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট পাঠান হয়েছে।

পিভিসি আধার কার্ডের জন্য উদ্যোগ

হলদী নদীতে মৎস্য আহরণের সাথে যুক্ত মৎস্য কর্মীদের বিনামূল্যে পিভিসি আধার কার্ড পাওয়ার জন্য দফতরে ০৩/০৮/২০২৩ তারিখেআবেদন জানানো হয়েছে। নন্দকুমার ব্লকের ২৮জন মৎস্যকর্মী আবেদন করেছেন। রূপনারায়ণ নদীতে মৎস্য আহরণের সাথে যুক্ত ৩৫ জন মৎস্যকর্মীর আবেদন পত্র দফতরে জমা করা হয়েছে।

এগরা মহকুমা:

এগরা মহকুমার অন্তর্গত ৫টি উন্নয়ন ব্লক রয়েছে। সংগঠন কেবল ২টি ব্লকের (পটাশপুর ১ এবং ভগবানপুর ১) মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। এগরা মহকুমার সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৫৭০ জন। মহিলা সদস্য ২১৫ জন। ভগবানপুর ১ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ১৩৫জন এবং পটাশপুর ১ ব্লকের সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ জন। সদস্যদের মধ্যে মৎস্য আহরণকারী, মাছ বিক্রেতা এবং মাছ চাষী রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মসূচী:

ব্লক সম্মেলন-

ভগবানপুর ১ ব্লকের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন এবং পটাশপুর ১ ব্লকের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ব্লক শাখাগুলির পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনে

সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্লক শাখা কমিটিগুলি ধীরে ধীরে কাজও শুরু করেছে।

মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠনে উদ্যোগ

ভগবানপুর ১ ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট ৩টি মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শাখা কমিটি ইলাশপুর এলাকার মাছ চাষীদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নদী ও খাল সংস্কার এবং নদীর পাড়ের অবৈধ ইটভাটা বন্ধে কর্মসূচী

ভগবানপুর ১ ব্লকের অন্তর্গত কেলেঘাই নদী ও নদী-সংযুক্ত দেঁড়েদিঘি খাল সংস্কার এবং নদীর পাড়ের অবৈধ ইটভাটা ও মাছের ভেড়ি বন্ধের জন্য ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে গণ স্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করে গণ স্বাক্ষরের কারন সম্পর্কে অবগত করানো হয়। গণ স্বাক্ষর কর্মসূচী গ্রহণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে শাসক দলের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। এরফলে কয়েকটি জায়গায় পৌঁছানো যায়নি। সব বাধা অতিক্রম করে ০৪/০৫/২০২৩ তারিখে ২১৫জন মৎস্যজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট প্রদান করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে ০৫/০৭/২০২৩ তারিখে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, সেচ ও জলপথ দপ্তর এবং জেলা শাসক কে আবেদন জানানো হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং তৎকালীন গ্রাম প্রধান দেঁড়েদিঘি খাল পরিদর্শন করেছেন।

সরকারি সহায়তা:

সুভাষ মন্ডল এবং মানিক বর্মন 'স্বর্ণ মৎস্য যোজনা'র মাধ্যমে বাগদা পোনা ২৫ হাজার, ১৭০০০ হাজার পার্শে মাছের চারা, মোটর, এরেটার ৪পিস এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দপ্তর থেকে পেয়েছেন।

কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যোগ কয়েকটি কাজের খতিয়ান:

স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচী:

কোলাঘাট ব্লকের মহিলা মৎস্য ব্যবসায়ী ঝর্না মন্ডলের মাছ ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিকার ও যথাযোগ্য পূর্নবাসন এবং কাঁথি মহকুমার উপকূলভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষা ও জুনপুট কোস্টাল থানার পুলিশি সক্রিয়তার দাবি নিয়ে ২৩/০৩/২০২৩ তারিখে জেলা পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার প্রথম দাবির ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেছিলেন 'সমাধান হয়ে যাবে'। দ্বিতীয় দাবির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করলাম স্মারকলিপি প্রদানের দ্বিতীয় দিন থেকে বগুড়ান জালপাই সমুদ্র সৈকতের গুরুত্বপূর্ণ যাতায়াতের রাস্তায় দুটি শিফটে সিভিক ভলেণ্টেয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। সৈকতে সব ধরনের মোটরযান যাওয়া বন্ধ করেছে। পরিতাপের বিষয় হল ঝর্না মন্ডল এখনো বিচার পায়নি। পুনরায় ০৪/০৮/২০২৩ তারিখে জেলা পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কোলাঘাট থানার পুলিশ আধকারিকের সাথে সংগঠনের প্রতিনিধিগন আলোচনায় বসেন। পুলিশের অসহযোগিতার ফলে ঝর্না মন্ডল এখনো বিচার পাননি। বর্তমানে ঝর্না মন্ডল নিজের বাড়ির সামনে ব্যবসা করছেন। দুই দফায় স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি মানসী দাস, সম্পাদক তমাল তরু দাস মহাপাত্র, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, জ্যোৎস্না বর, ঝর্না মন্ডল এবং শংকর বর।

সাফল্য:

গত ১০/০৩/২০২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি থেকে জানতে পারা যায় 'বিরামপুট থেকে বগুড়ান জালপাই ৭.৩ কিমি সমুদ্র সৈকত বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠন দীর্ঘ ৫ বছরে ধরে লাগাতার লড়াই করে আসছে 'উপকূলভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষা'র জন্য। এর ফলে সৈকতে যান চলাচল বন্ধ হয়েছে। প্রশাসন দ্বারা পর্যটকদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর প্রয়োগ:

অক্টোবর ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৮ দফা আর টি আই করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে ১৩ টি এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে ৫ টি আর টি আই করা হয়েছে। সাধারণ সদস্যদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি পৌঁছচ্ছে। সংগঠনের তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করে সরকারের উপর চাপ তৈরি করা যাচ্ছে এবং সরকারও সচেতন হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আর টি আই থেকে প্রাপ্ত তথ্য

১) পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারগুলির তালিকা পাওয়া গেছে।
২) জেলার মেরিণ ব্লকের তালিকা সহ জেলা পরিষদের সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে।
৩) অভ্যন্তরীণ মাছ ধরা নৌকাগুলির নিবন্ধীকরণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় জলপথ বিভাগের থেকে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গেছে।

মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড:

রাজ্য সরকার নভেম্বর ২০২২ -এ 'দুয়ারে সরকার'। কর্মসূচীতে মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ চালু করেন। মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণে বেশকিছু অসংগতি মৎস্যজীবীরা উপলব্ধি করেন। শিবিরে এসে অমৎস্যজীবীরাও আবেদন করছেন। কোন ধরনের মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেই। কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। সরকারি কার্যলয় থেকে কার্ড পাওয়ার পরিবর্তে পঞ্চায়েত সদস্য কিংবা শাসক দলের নেতারা কার্ড বিলি করেছেন। এখনো বহু মৎস্যজীবী আবেদন করেও কার্ড পাননি। ০১/১২/২০২২ তারিখে সংগঠনের পক্ষ থেকে দপ্তরের প্রধান সচিবকে 'দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত গুরুতর সমস্যা ও তার যথাশীঘ্র প্রতিকার চেয়ে আবেদন' জানানো হয়। ময়না ব্লকে কার্ড বিতরণে সমস্যা এবং হলদিয়া পৌরসভার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার ফলে সেখানকার মৎস্যজীবীরা 'মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড' পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারছেন না। এই বিষয়েও দপ্তরকে জানানো হয়েছে।

অবগতির জন্য জানাই, সরকারি হিসেব অনুসারে আমাদের জেলায় সপ্তম দুয়ারে সরকার শেষে ২.২৩ লক্ষ মৎস্যজীবী আবেদন করেছেন। ময়ানা ব্লকে কার্ড বিতরণের সমস্যার সমাধান হয়েছে। সহ মৎস্য অধিকর্তা, পুর্ব মেদিনীপুরের কার্যালয় থেকে হলদিয়া পৌরসভার পৌর প্রশাসককে সমস্যা সমাধানের জন্য চিঠি দিয়েছেন।

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদ্‌যাপন

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম, কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে দিনিটি পালন করা হয়। আয়োজনে কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটি। সুদৃশ্য ও সুশৃঙ্খল ১কিমি র‍্যালি করে সভা স্থলে পৌঁছায় জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীগণ। মূল অনুষ্ঠনটি হয় রবীন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে। এবারের বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবসে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনের জাতীয় নেতা শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী মহাশয়কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা তুলে দেন রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী শ্রী

বিপ্লব রায় চৌধুরী মহাশয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনের জাতীয় নেতা শ্রী প্রদীপ চ্যাটার্জী, রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী শ্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক তুহিন শুভ্র সতপতি সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্বগণ। সভার সভাপতিত্ব করেন কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটির সহ সভাপতি সুকুমার মন্ডল।

সি জেড এম পি বিষয়ে জন শুনানি

সি আর জেড ২০১৯ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে রাজ্য সরকার কোস্টাল জোন ম্যাণেজম্যান্ট প্ল্যান বিষয়ে জন শুনানির আহ্বান করে জেলা শাসকের কার্যালয়ে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জন শুনানি চুপিসারে করা হয়। ওয়েবসাইট ব্যতিত আর কোথাও কোন বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। জেলা প্রশাসন জন শুনানি সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে। সংগঠন বিষয়টি জানা মাত্র তৎক্ষণাৎ জেলা শাসক এবং পরিবেশ মন্ত্রাণালয়কে প্রতিবাদ পত্র পাঠায় এবং দাবি করা হয় জন শুনানি বাতিল করে নতুন করে জনশুনানি গ্রহণের জন্য। সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ দপ্তর জেলা শাসককে নির্দেশ দেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামকে ডেকে জন শুনানি গ্রহণ করতে হবে।

জেলা শাসক বাধ্য হয়ে স্পেশাল জন শুনানি আহ্বান করেন। সংগঠন জন শুনানিতে অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের দাবিমত জেলা প্রশাসন মৎস্য দপ্তরকেও আহ্বান করে। সংগঠনের পক্ষ থেকে লিখিত সাবমিশনও দেওয়া হয়। পরবর্তীতে জন শুনানিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর না হওয়ার ফলে সংগঠন কেন্দ্র, রাজ্য এবং জেলা প্রশাসনের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠায়।

মহিলা মৎস্যকর্মীদের সংগঠিত করার প্রয়াস

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম মহিলা মৎস্যকর্মীদের সংগঠিত করা এবং সংগঠনের মধ্যে মহিলা ইউনিট গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রয়াসে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম সচেষ্ট হয়েছে। সংগঠন পরিচালন কমিটির কাঠামোতে প্রথমে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ব্লক থেকে জেলা স্তরে পরিচালন কমিটির কাঠামোতে মহিলা প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্তি বাধ্যতামূলক। ৫জনের ব্লক কমিটিতে ১জন মহিলা প্রতিনিধি এবং ৯জনের পরিচালন কমিটি হলে ২জন মহিলা প্রতিনিধি বাধ্যতামূলক। ব্লক কমিটির পদাধিকারীতে ১জন মহিলা প্রতিনিধির থাকা বাধ্যতা মূলক। জেলা পরিচালন কমিটিতে প্রত্যেক ব্লকের জন্য ২ বছর মহিলা প্রতিনিধি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পদাধিকারীতে ২জন মহিলা প্রতিনিধি বাধ্যতামূলক। বর্তমান বছরে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি তদারকি কমিটিও গঠন করা হয়।

জীবিকা সহায়তা প্রদান

দিশা এবং এড ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় ৫২জন মৎস্যজীবীকে ভর্তূকী মূল্যে ঠান্ডা বাক্স প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তর থেকে খটি মৎস্যজীবীদের বেহেন্দু জাল প্রদান করা হয়েছে। সংগঠন মনোনীত ৩জন সদস্য এই জাল পেয়েছেন এবং সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত খটিগুলির মধ্যে ২৩টি জাল ২৩জন মৎস্যজীবী পেয়েছেন। চুন ৪৫ বস্তা, ব্লিচিং ৪৫ বস্তা, ২২৫লিটার ফিনাইল এবং ১৮টি ডাস্টবিন দফতর থেকে খটিগুলি পেয়েছে। বগুড়ান জালপাই ২ মৎস্য খটিতে পানীয় জলের জন্য সাবমার্শিবিল পাম্প বসানো হয়েছে।

সংগঠনের নথি সংরক্ষণের প্রয়াস

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের ২০১৮ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল নথি ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নথি ডিজিটালাইজড-এর কাজ শুরু হয়েছে। এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে পুরনো কোন চিঠির রেফারেন্স প্রয়োজন হয়ে পড়লে খুব সহজেই আমরা খুঁজে নিতে পারছি। যেকোন জায়গা থেকে আমরা এই পরিষেবা পেতে পারি।

কর্মশালা

সংগঠনের সদস্যদের দাবিমত কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রথম কর্মশালা আয়োজন করা হয় ২৯শে মে ২০২৩ তারিখে। ব্লক নেতৃত্বরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় 'নেতৃত্ব প্রদান সংক্রান্ত দক্ষতা, সি আর জেড বিষয়ে, প্রধান মন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা সংক্রান্ত এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা চেনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ'। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু চক্রবর্তী, সভাপতি, দিশা, সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, অ্যাডভোকেট শান্তনু চক্রবর্তী এবং গবেষক শালিনী আইংগার। দ্বিতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয় ২৭ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে। বিষয় ছিল 'নেতৃত্ব বিকাশ'। কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চের আহ্বায়ক প্রদীপ চ্যাটার্জী মহাশয়।

খটির জমির অধিকার

খটির জমির অধিকারের দাবি সংগঠনের অগ্রাধিকারে রয়েছে। জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির সভায় গৃহীত খটির জমির অধিকার প্রদানের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এবং দপ্তর যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করে সেই বিষয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়।

ডি এম এফ -এর বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। সম্মেলনের পূর্বে প্রস্তাবিত তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিলের দাবিতে, ট্রলিং ফিশিং বন্ধের দাবিতে, ওল্ড দীঘা থেকে দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের কার্যালয় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয় এবং প্রশাসনিক ভবনের সামনে একটি পথসভাও করা হয়।

ব্যর্থতা

১) সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সদস্যপদ নবীকরণের ক্ষেত্রে অনীহা।
২) কয়েকজন ব্যতীত ব্লক অবজারভাররা দায়িত্ব পালনে অপারগ।
৩) গুটি কয়েক ব্লক ছাড়া বাকি ব্লক কমিটিগুলি কার্যকরি ভূমিকা পালন করছে না।
৪) মহিলা মৎস্যকর্মীদের তদারকি কমিটির মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব।
৫) জেলা কমিটি এবং ব্লক কমিটির মধ্যে নিরন্তর যোগাযোগের অভাব।
৬) নেতৃত্বের দক্ষতার অভাব।

আগামী কর্মপরিকল্পনা

সমুদ্র, নদী, জলাধার, জলাভূমি সহ সমস্ত জলাশয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা বা মাছ চাষ করার অধিকার, খটির জমির ব্যবহারিক অধিকার, নদী-সমুদ্রে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধ, নিবিড় মাছ চাষ বন্ধ করে সুসংহত ও সুস্থায়ী মৎস্য উৎপাদন, নদী-খাল-জলাশয় দূষণ বন্ধ ও সংস্কার করা, জাহাজ এবং ক্রেণ দ্বারা মৎস্যজীবীদের জালের ক্ষতি বন্ধ, ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার এবং খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, সরকারি প্রকল্পে মহিলা মৎস্যকর্মীদের অগ্রাধিকার, ব্যান পিরিয়ডে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের এককালীন ১০,০০০ হাজার টাকা জীবিকা সহায়তা, সরকারি প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ণ, প্রস্তাবিত তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর বাতিল এবং মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণে নথিভুক্ত অমৎস্যজীবীদের নাম বাতিলের দাবিতে ব্লক, মহকুমা এবং জেলা স্তরে ডেপুটেশন কর্মসূচী, প্রচারাভিযান, ব্লক স্তরের সভা সহ লাগাতার কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখছি। সাথে সংগঠনের এই দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে তৃণমূল স্তরে আরোবেশি যোগাযোগ বাড়ানো। সাধারণ সদস্যরা সংগঠনের প্রাণ। তাই এদের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক বাড়াতে হবে এবং এলাকার প্রতিদিনের সমস্যাগুলি সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। সব স্তরের কমিটিকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত মিটিং এবং আলোচনা করা ও তার রিপোর্টিং করার দরকার।

সাথী, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন ক্ষুদ্র ও চরাচরিত মৎস্যজীবীদের সংগঠন। সংগঠনের কর্মী ও সদস্যদের নিরলস প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই আরো ব্যাপকভাবে চলবে - এই প্রত্যয়ের সাথে আমরা প্রতিবেদনটি সম্মেলনে পেশ করলাম।।

ধন্যবাদান্তে—

গৌতম বেরা
সাধারণ সম্পাদক
কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

দেবাশিস শ্যামল
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম'

ইউনিয়নের আয় ব্যয় হিসাব

১লা অক্টোবর ২০২২ থেকে ৩০সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত

আয়		ব্যয়	
বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)
০১/১০/২০২২ তারিখে হাতে নগদ ছিল	৬৭২৫.০০	সাংগঠনিক কর্মসূচিতে খাওয়া খরচ	৮৫০৪৬.০০
০১/১০/২০২২ তারিখে ব্যাংকে ছিল	২৫৯২৫৬.০০	যাতায়াত খরচ	৪৫৩০০.০০
সদস্য চাঁদা বাবদ আয়	৩৩২৭০.০০	ডাক খরচ	৬৫২৬.০০
অনুদান পাওয়া গেছে	১৫৫৭১২.০০	ছাপা খরচ	১২৭৭৩.০০
ব্যাংকে জমানো টাকা থেকে সুদ বাবদ আয়	৭২৪১.০০	অফিস ষ্টেশনারী খরচ	২৭৭০.০০
		সংগঠন কার্যালয়ের মেরামতি খরচ	১৮০.০০
		বিপন্ন সদস্যকে দান দেওয়া হয়েছে	১৮৫০.০০
		প্রয়োজনীয় তথ্য/নথি সংগ্রহ খরচ	৪৫০০.০০
		৩০/০৯/২০২৩ তারিখে ব্যাংকে জমা থাকল	২৮৭৬৯৭.০০
		৩০/০৯/২০২৩ তারিখে হাতে নগদ থাকল	১৫৫৬২.০০
মোট আয়	৪৬২২০৪.০০	মোট ব্যবহার	৪৬২২০৪.০০

গৌতম বেরা
সম্পাদক

বেলা ভুঞ্যা
কোষাধ্যক্ষ

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

পরিচালন কমিটি ২০২২-২৩

নাম	পদ
মানসী দাস	সভাপতি
দেবাশিস শ্যামল	সাধারণ সম্পাদক
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সম্পাদক
অমল ভূঞ্যা	সম্পাদক
দ্বিজেন্দ্র নাথ সিং	সম্পাদক
বেলা ভূঞ্যা	কোষাধ্যক্ষ

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

নাম	পদ
দেবব্রত খুঁটিয়া	সভাপতি
গৌতম বেরা	সাধারণ সম্পাদক
বুলাশ্যাম প্রামাণিক	সহ সম্পাদক

২০২২-এর বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরনী

আলোচনার স্থানঃ লজ ইন্দ্রপুরি সভাগৃহ, কাঁথি।
আলোচনার তারিখঃ ২২/১০/২০২২ সময়- সকাল ৯-৩০মিনিট।
আলোচনার স্তরঃ বার্ষিক সাধারণ সভা।
আলোচনায় অংশগ্রহণকারি বিশেষ ব্যক্তিত্বঃ মিলন দাস, সাধারণ সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, প্রদীপ চ্যাটার্জী, জাতীয় আহ্বায়ক, NPSSFW, শশাঙ্ক শেখর দেব, উপদেষ্টা সদস্য, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, সুজয় কৃষ্ণ জানা, সভাপতি, মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন, এবং অচিন্ত্য প্রামাণিক, সম্পাদক, মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়ন।
আলোচ্য বিষয়ঃ ১) সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।
২) সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ ও আলোচনা।
৩) ব্লক প্রতিনিধিদের বক্তব্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
৪) অতিথিদের বক্তব্য।
৫) কার্যকরি কমিটি নির্বাচন।
৬) বিবিধ
উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যাঃ ১২৬ জন।

সভার কার্যবিবরনী

প্রথমতঃ সভার শুরুতেই স্বাগত ভাষণ রাখেন গৌতম বেরা। গৌতম বাবু বলেন আজ কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক লড়াই এবং আন্দোলন মধ্য দিয়ে দুটি সংগঠন আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। আগামী দিনে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ছত্রছায়ায় এই সংগঠন আরো উন্নত হবে এবং এই সংগঠনের সাথে সাথে চিরাচরিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরাও মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবেন। আজকের সভায় উপস্থিত সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন কারন নতুন করে আগামী দিনের পথ চলা আজ থেকে শুরু হবে।

এরপর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথি বর্গকে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করেনেন শ্রীদেবী কর ভুঞ্যা এবং মানসী দাস। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল বলেন আজকের সভায় একটি পুস্তিকা উন্মোচন করা হবে। এই পুস্তিকাতে ২০১৪ থেকে ২০২২ সালের সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন রয়েছে। সাথে জানুয়ারী ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আয়-ব্যায়ের হিসেব রয়েছে। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের নেতৃত্বদের শুভেচ্ছা বার্তাও রয়েছে এই বইতে। আনুষ্ঠানিকভাবে পুস্তিকাটি উন্মোচন করেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিলন দাস।

মিলন দাসঃ সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পূর্ব মেদিনীপুর সংগ্রামের জায়গা। আর এই সংগ্রামের মাটিতে সংগ্রাম করে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহাকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এই পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেই নন্দীগ্রামের মত আন্দোলন যা গোটা রাজ্যের ভিতকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল তাতেও মৎস্যজীবীদের যোগদান ছিল। তিনি বলেন অনেক নেতৃত্ব যারা লড়াইতে শামিল ছিলেন তারা আজ এখানে নেই কিন্তু আমরা তাঁদের অনুসরণ

করে আগামী দিনে আসতে থাকা সমস্যাগুলিকে কাটিয়ে উঠবো এবং সমস্যাগুলোকে জয় করবো। মৎস্যজীবীদের মাথার উপর একটি সাংঘাতিক বিষয় শুরু হয়ে গেছে যা হলো তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর। আমাদের সামনে নানা রকম স্বপ্ন সামনে ঝুলছে। সেই স্বপ্নে আমরা অনেকে ভাগিদার হতে চাই, আবার কেউ কেউ আমরা প্রশ্ন করছি, আবার কেউ কেউ চিন্তায় রয়েছি। তিনি বলেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এই বিষয়ে কি চিন্তা ভাবনা রাখে তা অবশ্যই আলোচিত হবে এবং আপনারাও সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। মৎস্যজীবীদের তাঁদের ইতিহাস জানতে হবে। তার সাথে সাথে বিশ্বের ইতিহাস জানতে হবে। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুরে একটা বড় আইনি লড়াই এখনো চলছে তা হলো আর্থিক দুর্নীতির লড়াই। যে লড়াইতে পূর্ব মেদিনীপুর এগিয়ে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার বিষয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করছি। পাঁচ বছরের প্রকল্প আড়াই বছর পর শুরু হল। আর বাকি আড়াই বছর চলবে এবং এতে যে সমস্ত নিয়মকানুন রয়েছে তা একজন ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীর ক্ষেত্রে পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আগামী দিনে মৎস্যজীবীদের লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সঞ্চালক 'সঞ্চয় এবং ত্রাণ' প্রকল্পের কথা বলেন। তিনি বলেন এক দীর্ঘ লড়াই। যে লড়াইতে রত্না মাঝির মত মহিলানেত্রী যিনি ৯ দিন অনশন করেছিলেন মীন ভবনের সামনের বালিয়াড়িতে। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার 'সঞ্চয় এবং ত্রাণ' প্রকল্পকে মেনে নিয়েছিলেন এবং পুরো রাজ্যজুড়ে এই প্রকল্প চালু হয়েছিল। এই প্রকল্প ২০১২ সাল থেকে বন্ধ। বর্তমানে সংগঠনের লড়াইয়ের ফলে আজ সরকার চাপে পড়েছে এবং আগামী বছর থেকে এই প্রকল্প চালু হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রসঙ্গে বলেন যে মৎস্যজীবীরা এর আগে হরিপুর আন্দোলন করে দেখিয়ে দিয়েছে তাদের ক্ষমতা। তিনি বলেন এই সভাতে হরিপুর আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা অনেক ব্যক্তি এখানে রয়েছেন। আগামী দিনে মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকা যদি বিপদের মুখে চলে যায় তাহলে মৎস্যজীবীরা আবার আন্দোলনে নামবে। এরপর তিনি মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডার ইউনিয়নের সভাপতি সুজয় কৃষ্ণ জানাকে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানান।

সুজয়কৃষ্ণ জানাঃ সভায় আসতে পেরে এবং বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখার পরিসর খুব একটা বেশি থাকে না। কারণ সারা বছরের সংগঠনের কার্যপ্রণালী সভায় আলোচিত হবে। আপনাদের যদি কোন বিষয়ে প্রশ্ন থাকে তাহলে নেতৃত্বের কাছে আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন করবেন। শুধু প্রশ্নের জন্য প্রশ্ন নয়, বিতর্কের জন্য বিতর্ক নয়, যে প্রশ্ন আপনাকে এবং আপনার সংগঠনকে সমৃদ্ধ করবে। ইতিবাচক দিকে নিয়ে যাবে সেই প্রশ্ন আপনাকে করতে হবে। তিনি বলেন মৎস্যজীবীদের কিছু মূল্যবোধের শিক্ষা এবং কিছু নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। সরকারের কাছে সংগঠনের কাছে সবকিছু দাবি করলে হবে না। কিছু জিনিস নিজেদেরকেও ঠিক করতে হবে। মশারি নেট দিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে মৎস্যজীবীরা লক্ষ লক্ষ মাছের ডিম নষ্ট করছেন। নৌকাতে যাঁরা মাছ ধরতে যান তাঁদের জাল ছিঁড়ে গেলে ছেঁড়া জাল জলে ফেলে দিয়ে আসেন। আপনারা হয়তো জানেন না এর ফলে অনেক মাছের ক্ষতি হয়। আমরা জানি- নদীতে, খালে, সমুদ্রে মাছের আকালের বড় একটা কারণ মৎস্যজীবীদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নৈতিকতা না থাকা। মৎস্যজীবীদের সম্পদ চুরি গেছে। আজ থেকে ১০-২০ বছর আগে যে পরিমাণ মাছ নদীতে খালে সমুদ্রে পাওয়া যেত তা আজ নেই। মৎস্যজীবীদের ভাবতে হবে কেন মাছ নেই। কারন, বড় বড় ইঞ্জিন চালিত দানবীয় ক্ষমতা সম্পন্ন মাছ ধরার নৌকা মৎসম্পদ লুট করছে। এছাড়াও মানুষের দ্বারা দূষণ আস্তে আস্তে মৎস্য সম্পদকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই মৎস্যজীবীদের শুধু চাই চাই বললে হবে না। এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে। এছাড়াও তিনি খটি মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, কিছু কিছু জায়গায় ক্ষুদ্র মৎস্য ভেণ্ডরদের উপর চাঁদার জুলুম দেখা যাচ্ছে। এবং খটি কমিটিকে

কিছু পরিমাণ টাকা বটি হিসেবে দেওয়ার পরেও স্থানীয় পুজো কমিটির কাছে চাঁদা নিয়ে হয়রানি পেতে হচ্ছে। এই বিষয়গুলি খটি কমিটিকে দেখতে হবে যাতে ভেন্ডররা কোনরকম অত্যাচারিত না হয়। ভেণ্ডররা যদি লাভের অংশ থেকে চাঁদা দেয় তাহলে সেই টাকাটা মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে মাছ কেনার সময় কম দামে মাছ কিনবে। ফলে মৎস্যজীবীদেরই ক্ষতি হবে।

এরপর সভায় উপস্থিত হন মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের সম্পাদক অচিন্ত্য প্রামাণিক মহাশয়। সঞ্চালক মহাশয় অচিন্ত্য বাবুকে বরণ করেন এবং বলেন মৎস্য ভেণ্ডর ইউনিয়নের মূল কান্ডারী অচিন্ত্য বাবু। যিনি নিজে একজন মৎস্য ভেণ্ডর। একটা সময় ছিল যখন মৎস্যজীবী সংগঠন প্রায় নেই বললেই চলে। সেখান থেকে এই পর্যায়ে সংগঠন এসে পৌঁছেছে। এর পেছনে ভেণ্ডর ইউনিয়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই এই ইতিহাস আপনারা কেউ ভুলবেন না।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক মানসী দাস এবং কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত খুঁটিয়া বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। আয়-ব্যায়ের হিসেব পেশ করেন জয়দেব তলা। পরবর্তীতে বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর আলোচনা শুরু হয়।

শশাঙ্ক শেখর দেবঃ প্রকাশিত বইটির বিষয়ে বলেন বইটি সংগঠনের ইতিহাস কে তুলে ধরছে। তার সাথে সাথে বর্তমান বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশিত হয়েছে। এত ভালো রিপোর্ট দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামে এর আগে কখনো দেখিনি এবং এরজন্য আলাদা করে সকলকে করতালি দেওয়ার অনুরোধ করছি। সংগঠন এগোচ্ছে তার প্রকাশ। এত সুন্দর রিপোর্ট উঠে এসেছে আগামী দিনে আরো ভালো হবে এই আশা রাখি। আজকে বক্তব্য দেওয়ার থেকেও যে বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী তা হলো মৎজীবীদের নিজেদের সমস্যাগুলি শোনা। বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত উপস্থিত মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা আপনাদের সুবিধা অসুবিধার কথা যা বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়নি তা আপনারা বলুন। যদি কোন ধরনের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সংগঠন সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করবে। অ্যাকাউন্ট পেশের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা রয়েছে। সংশোধন প্রয়োজন।

মহিষাদল ব্লকঃ

অমল ভুঞ্যাঃ যে সকল মৎস্যজীবী রূপনারায়ণ নদীতে মাছ ধরেন তাঁদের ৯০% নৌকোর রেজিস্ট্রেশন নেই। নৌকোর রেজিস্ট্রেশন না থাকায় মৎস্যজীবীদের বার বার হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। নদীতে মাছ না থাকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকা চরম সংকটে। এবছর তাঁরা কিছু টাকা মাছ ধরার কাজে লগ্নি করেছিলেন

কিন্তু কোন উন্নতি হয়নি। বরং অবনতি হয়েছে। কিছু অসাধু ব্যবসাইর দ্বারা মৎস্যজীবীদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই বিষয়টি নিয়ে সংগঠন ব্যবস্থা নিলে মৎস্যজীবীরা উপকৃত হবেন।

শ্রীদেবী কর ভূঞ্যাঃ যারা PVC আধার কার্ডের জন্য আবেদন করেছিলেন তাঁদের অনেকেই কার্ড পায়নি। মহিলারা যে আজ দলবদ্ধ হয়েছি এবং সংগঠন মহিলাদের যে সম্মানটা দিয়েছে শুধু এটাতে হবে না। মহিলা সংগঠনকে স্বনির্ভর করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করার পরও নৌকা রেজিস্ট্রেশন কেন হচ্ছেনা? বিষয়টি সংগঠনের দেখা দরকার। আমি মহিলা SHG গ্রুপের মাধ্যমে ঋণ নিয়েছি কিন্তু নদীতে মাছ না হওয়ায় সেই ঋণ শোধ করতে পারছিনা এবং বার বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৎস্যজীবীদের জীবন ও জীবিকাকে ব্যহত করেছে। নদীর তীরে গড়ে ওঠা বেআইনি ইঁট ভাটাগুলির জন্য মৎস্যজীবীরা নৌকোগুলি নিরাপদ জায়গার রাখতে পারছেনা।

শ্যামল দাসঃ মৎস্যজীবীদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে জাহাজগুলির দ্বারা। রাতে মৎস্যজীবীরা নদীতে জাল দিয়ে আসে এবং জাহজ গুলি সেই জাল ছিঁড়ে দেয়। গত ভরা কটালে ২০-২৫ টি মৎস্যজীবীদের বাড়ি প্লাবিত হয়েছিল। এই বিষয়ে BDO সাহেবের কাছে আবেদন জানালেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। ফিস ল্যান্ডিং সেন্টারটি রেজিস্ট্রেশন হয়নি এবিষয়ে সংগঠন যেন ব্যাবস্থা নেয় এবং ফিস ল্যান্ডিং সেন্টার - এর পাসে থাকা ইঁটের ভাটা মাটি খনন করে মৎস্যজীবীদের ক্ষতি করছে। এই বিষয়টি যেন সংগঠন দেখে।

দেশপ্রাণ ব্লকঃ

শুষেন মান্নাঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সদস্য হওয়ায় খটি থেকে কোন সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। আমাদের খটি অন্য সংগঠনের সাথে যুক্ত। তাই খটির মাধ্যমে আসা সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত। যেটুকু সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেছে তা শুধুমাত্র সংগঠনের মধ্যদিয়ে।

আশিস পন্ডাঃ দেশপ্রাণ ব্লকে কিছু খটি রয়েছে যারা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সাথে যুক্ত নয়। তাই এই সমস্ত খটিতে কর্মরত মৎস্যজীবী যারা দক্ষিণবঙ্গের সাথে যুক্ত তারা সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা যা খটির মাধ্যমে বিতরণ করা হয় সেখান থেকে বঞ্চিত।

প্রভাত বরঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সাথী সংগঠন মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের কর্মকর্তারা তাঁদের সাথে কোন আলোচনা না করেই চাঁদা আদায় নিয়ে BDO -এর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। চাঁদার জন্য অভিযোগ সেই চাঁদা গ্রাম কমিটি, খটি কমিটি উভয় বসে ধার্য্য করেছে। আর আমরা যদি এক সংগঠনের হই তাহলে আমাদের জানানো হল না কেন।

রামনগর -২ ব্লকঃ

ভগবতী গুচ্ছাইতঃ রামনগর ২নং ব্লকের মৎস্যজীবীদের দুরবস্থার চলছে। চিংড়ি চাষ এবং প্রক্রিয়াকরণের জায়গা থেকে দূষণ এতটাই ছড়াচ্ছে যে পার্শ্ববর্তী খালে এবং সমুদ্রের উপকূল সংলগ্ন জলে মাছ নেই। মাছ না থাকার জন্য পুরুষ মৎস্যজীবীদের সাথে সাথে মহিলা মৎস্যজীবীরাও সম্পূর্ণরূপে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। যে সকল বাছুনিরা খটিতে কাজ করতেন তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন।

শ্রীকান্ত দাসঃ আগামী দিনে তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকার একবারের জন্যও ভাবেনি খটিগুলির কি হবে? ১৩টি খটিতে প্রায় ৩৫ হাজার লোক সরাসরি মৎস্য ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। এই মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকা হারাবে। এমনিতেই দূষণ এবং ট্রলিং ফিশিংয়ের ফলে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। লায়ারা নিজেদের কাজ ছেড়ে অন্য জীবিকায় চলে যাচ্ছেন। সংগঠনের লড়াইয়ের ফলে

দাদনপাত্রবাড় খটিতে মেরিন ড্রাইভ তৈরির কাজ স্থগিত রয়েছে। পরে কি হবে তা অজ্ঞাত। যদি মেরিণ ড্রাইভ হয় তাহলে দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটির কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

সুতাহাটা ব্লকঃ

অংশুমান মিদ্যাঃ সুতাহাটা ব্লকের দুটি ঘাট অর্থাৎ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা সংগঠনের কাজ ঠিকমতো করছেন না। তিনি বলেন ইতিমধ্যে মারামারি গন্ডগোল ঘটেছে। যা সংগঠনের তরফ থেকে গৌতম বেরা এবং চঞ্চল রায় সমাধান করে এসেছেন। আমি আমার পদ ছাড়তে চাই এবং নতুন করে ব্লক কমিটি তৈরি করে সংগঠন যেন সমস্যা গুলি সমাধান করে।

হারাধন দাসঃ রায়নগরে নৌকার লাইসেন্স রেনুয়াল ২৪ থেকে ৬ এসে নেমেছে। নৌকো মালিকরা লাইসেন্স রেনুয়াল করছেন না। সুতাহাটা ব্লকে আরও একটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের প্রয়োজন আছে।

কাঁথি-১ ব্লকঃ

সেখ সেজ্জাক আলিঃ বগুড়ান জালপাই ১নং মৎস্য খটিতে ১২ জন লায়া আছে। তার বেশিরভাগ সদস্য দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের সাথে যুক্ত। কিন্তু দু-একজন আছে তারা অন্য সংগঠনের সাথে যুক্ত। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা খটি কমিটির পদ ছাড়ছে না। আমরা সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক দপ্তরে খটি কমিটি গঠনের জন্য আবেদন জমা দিয়েছি। এছাড়াও খটিতে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে, কোন পুকুর নেই।

রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যাঃ কাঁথি ১নং ব্লকের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়নি। ব্লক পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্লক কমিটির প্রয়োজন রয়েছে। বগুড়ানজালপাই ২নং মৎস্য খটিতে জল জমে যাওয়ার সমস্যা রয়েছে। সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের গাড়ি আটকানোর জন্য কাঠ দিয়ে যে বেড়া করা ছিল তা ভেঙে গেছে। যাতে এটি পুনর্নির্মাণ করা যায় এর জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে।

নন্দীগ্রাম-২ ব্লকঃ

চঞ্চল বর্মনঃ মৎস্যজীবীদের নদীতে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। যে রাস্তা ছিল সে রাস্তায় ভেনামি চাষের জন্য খনন করা হয়েছে। নদীতে মৎস্যজীবীদের জীবিকা চালানোর মতো মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। যার ফলে নৌকোয় কাজ করতে থাকা কর্মচারীদের বেতন দেওয়া যাচ্ছে না। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামে সদস্য হয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং জানতে পারছি। নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক সমস্যা মৎস্যজীবীদের ক্ষতি করছে। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অমৎস্যজীবীরা সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে।

মানসী দাসঃ কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মৎস্যক্ষেত্রে বিভিন্ন পলিসি এবং আইন আনছে। সেই পলিসি এবং আইন গুলি সংগঠনের কার্যকরি কমিটির সদস্য এবং অবজারদের নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। কিংবা মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন রকম স্কীম রয়েছে। সেই স্কীমগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা নেতৃত্ব এবং সাধারণ মৎস্যজীবীদের মধ্যে অভাব লক্ষ্য করি। তাই আমার প্রস্তাব সংগঠন যদি এই বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু করে। এই আলোচনা অনলাইনের মাধ্যমেও করা যেতে পারে।

খেজুরী-২ ব্লকঃ

অন্নপূর্ণা ধাপড়ঃ খটিগুলিতে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তা নেই বললেই চলে। কাউখালী খালের উপর থাকা ব্রিজ বন্যায় ভেঙ্গে গেছে। খটিতে মৎস্যজীবীদের পানীয় জলের বিশাল সমস্যা রয়েছে।

গৌতম বেরাঃ ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা সংকটের মুখে। কারণ নদীতে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। নদীতে জাল মারা যাচ্ছে না কারণ জাহাজের আনাগোনা এতটাই বেড়েছে যে জাল মারতে গেলে জাল থাকবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। খটি গুলিতে মাছ শুকানোর জায়গা নেই। কারণ বনদপ্তর নদীর চরে গাছ লাগিয়েছে। সরকারের তরফ থেকে বেহুন্দি জাল দেওয়ার কথা বললেও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু বেহুন্দি জাল পাওয়া যায়নি।

নন্দকুমার ব্লকঃ

দীপক নাটুয়াঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এখনো পর্যন্ত নন্দকুমার ব্লকে দুবার সাহায্য করেছে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের মত মাছ চাষীরা যাতে জীবন বীমা পান তার জন্য সংগঠনকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

তাপস সিংহঃ দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম এক মহৎ সংগঠন যারা সত্যিকারের মৎস্যজীবীদের জন্য ভাবেন। নন্দকুমার ব্লককে বারে বারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুধু একটা বিষয়ে জানার দরকার সেটা হলো দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম মৎস্যজীবীদেরকে দান করার জন্য এত টাকা কোথা থেকে পান। নন্দকুমার ব্লকে বাইরে থেকে লোক এসে জায়গা নিয়ে পুকুর কাটছে এতে ব্লকের মৎস্যজীবীদের সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে সংগঠন ভেবে দেখলে উপকৃত হবেন নন্দকুমার ব্লকের মাছ চাষীরা।

কোলাঘাট ব্লকঃ

উত্তম মান্নাঃ আগে নদীতে মাছ ধরতাম এখন আমি পুকুরে মাছ চাষ করি। বর্তমানে পুকুরের লিজের দাম এতটা পরিমাণে বেড়েছে যে মাছ চাষ করতে গেলে পুকুর লিজে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরকারিভাবে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লোন পেলে পুকুর লিজ নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হতো। কোলাঘাট ব্লকের যে সকল মৎস্যজীবীরা নৌকাতে করে মাছ ধরেন তাঁদের নৌকোর রেজিস্ট্রেশনের জন্য যাতে সংগঠন ব্যবস্থা নেয় তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

গণেশ দাসঃ দীর্ঘদিনধরে মৎস্য চাষিরা কেসিসি প্রকল্পের মাধ্যমে লোন পাওয়ার জন্য ব্যাংকে ব্যাংকে ঘুরছেন। ব্যাংক থেকে বারবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু মৎস্য চাষিরা লোন পাচ্ছেন না। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মাছ চাষ করেন এবং যে এলাকায় মাছ চাষ করেন সেই এলাকা সংলগ্ন একটি খালের গেট নষ্ট হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিডিও অফিসে কমপ্লেন করলেও কোন লাভ হয়নি। এই খালটি মৎস্যজীবীদের রুজি রোজগারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিছু মানুষ শিল্পাঞ্চলের নোংরা বস্তা নদীতে ধুচ্ছেন। যার ফলে ঐখালে কোনরকম চারা মাছ জন্ম নিচ্ছে না। এই বিষয়ে সংগঠনের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনেকরি।

নন্দীগ্রাম-১ ব্লকঃ

সাহিদা বিবিঃ কাঁটাখালিতে এবং ব্লকের অন্য জায়গায় নৌকো গুলির রেজিস্ট্রেশন নেই। দীর্ঘদিন ধরে নৌকা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন জানানো হলেও এখনো তা হয়ে ওঠেনি। ইলিশ মাছ ধরার জাল সারানোর জন্য যেখানে কাজ করা হয় সেখানে একটা ঘর পর্যন্ত নেই। রোদে, বৃষ্টিতে শ্রমিকরা কাজ করছে তাই সংগঠন একটি ঘর তৈরি করার ব্যবস্থা করেদিলে খুব ভালো হয়। সংযোগকারী রাস্তা খারাপ। আমরা নদীর তীরে থাকি। তাই বন্যার সময় আমাদের গ্রামের রাস্তাঘাট সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও

আমাদের নৌকা বন্যায় ভেঙ্গে গেছে এবং রেজিস্ট্রেশন না থাকার কারণে সরকারের কাছ থেকে কোনরকম অনুদান পাওয়া যায়নি। এসএইচজি গ্রুপ থেকে এক লক্ষ টাকা লোন নিয়ে একটি মেশিন নৌকো কিনেছি। যা এখনো রেজিস্ট্রেশন হয়নি। এলাকার জল নিকাশি অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বারবার বন্যা হচ্ছে। পানীয় জলের অভাব রয়েছে। সরকারের দ্বারা বসানো সাবমার্শিবিলগুলি অকেজো হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে বারবার জানানোর পরেও এই বিষয়গুলি নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যে সকল মহিলারা কাজ করেন তাঁদের প্রতিদিনের মজুরি ২২০ টাকা কিন্তু পুরুষ বাছুনিদের প্রতিদিনের মজুরি ৩৫০ টাকা। তাহলে কি মহিলারা কম কাজ করে? মহিলারা কী বসে বসে বিঁড়ি খায়। একই কাজ করে পুরুষদের মজুরি বেশি এবং মহিলাদের মজুরি কম। এই বিষয়ে সংগঠনকে ব্যাবস্থা নিতে হবে। ১০০ দিনের কাজ প্রায় বন্ধ। আগে করা কাজ যার টাকা এখনো পাওয়া যায়নি। অনেক কষ্ট করে বন্যায় ভেঙে যাওয়া নদী বাঁধ ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে আমরা নির্মাণ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনো সেই পারিশ্রমিক আমরা পাইনি। একটা জায়গাকে লিজে দিয়ে সেখান থেকে প্রাপ্ত টাকায় একটা জাল কিনেছিলাম। কিন্তু কোস্ট গার্ড সেই জাল নষ্ট করে দিয়েছে। যার মূল্য প্রায় ৪০ হাজার টাকা। আর একটি নৌকা থেকে জাল চুরি হয়ে গেছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংগঠন আজ মহিলাদের জন্য যা কিছু করছে তার জন্য মহিলারাও সংগঠনের পাশে সব সময় রয়েছে।

জাল চুরির বিষয়ে দেবাশিস শ্যামল বলেন এই ঘটনা ঘটার পরে সংগঠনকে কেন জানানো হয়নি। তমাল তরু দাস মহাপাত্র বলেন এরপর থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে থানায় অভিযোগ জানানোর পর তার একটি কপি সংগঠনে অবশ্যই পাঠাতে হবে। তমালবাবু আরো বলেন যদি স্পেশালি সাহিদা বিবিকে একটি জাল পাইয়ে দেওয়া যায় তার জন্য একটি ডকুমেন্টস প্রয়োজন। তাই থানায় অভিযোগ জানানোর কপিটি সংগঠনের অফিসে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

পটাশপুর-১ ব্লকঃ

সুভাষ বাগঃ পটাশপুর ১ ব্লক অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ব্লকের মধ্যে পড়ে। কারণ প্রায় প্রতিবছর বন্যার ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকা ব্যাহত হয় সঙ্গে এলাকার উন্নয়নও ব্যাহত হয়। এই ব্লকে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা প্রচুর। ব্লক কমিটির সাথে জেলা কমিটির যোগাযোগটা খুব কঠিন। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা থাকার পরেও আমরা কাজ করে চলেছি। দেবাশিস দা, মানসী দি এবং প্রশান্ত বর্মন ক্রমাগত সংগঠনকে সহায়তা করে চলেছে।

দ্বীজেন্দ্রনাথ সিংঃ আমাদের ব্লকে বেশিরভাগ মানুষ কেলেঘাই নদীতে মৎস্য শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বছরে একবারের বেশি চাষ করা যায় না ফলে বেশিরভাগ সময়টাই মৎস্য শিকার করে জীবিকা চলে। কেলেঘাই নদীতে নাগোলকাটার কাছে গড়ে ওঠা অবৈধ ইটভাটা এবং চিংড়ি মাছের ভেড়ি নদীর তীরে গড়ে ওঠায় নদীর গতিপথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলে বন্যায় নদীর তীরে বসবাসকারী মৎস্যজীবীদের বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রশাসন অবৈধ ইটভাটা এবং চিংড়ি মাছের ভেড়ির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কিন্তু মৎস্যজীবীদের জাল ছিঁড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মৎস্যজীবী পরিচয়পত্র তারা যেন পান। তার জন্য সংগঠন যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কেসিসি আবেদন করতে গিয়ে রাজনৈতিক কারণে পঞ্চায়েত প্রধানের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে না পারায় অনেকেই আবেদন করতে পারেননি। ইউনিয়ন থেকে কিছু পরিচয় পত্র বাকি রয়েছে যাতে তা মৎস্যজীবীরা পায় তার জন্য সংগঠনকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার সংগঠনের কাছে অনুরোধ বিগত দিনে ব্লক কমিটি এবং জেলা কমিটির মধ্যে যে

সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছিল সেগুলি যাতে সমাধান হয় এবং তার জন্য দুটি কমিটি যাতে একসাথে বসে সবকিছু সমাধান করে নেয় তাহলে সাধারণ মৎস্যজীবী সদস্যদের ভালো হবে।

ময়না ব্লকঃ

নারায়ন মাইতিঃ ময়না ব্লকের বেশিরভাগ এলাকা গামলার মত। সামান্য থেকে সামান্যতম বৃষ্টি হলেই বন্যা দেখা যায়। ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীরা মাছ চাষ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। যাতে সরকারিভাবে ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীদের পাশে দাঁড়ানো হয় তার জন্য ব্যবস্থা নিতে সংগঠনকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক কে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এবং তিনি এসেও ছিলেন। মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক বলেছেন ৭ থেকে ৮ জন সদস্যকে নিয়ে ফিস প্রোডাকশন গ্রুপ তৈরি করতে। মোট ৩০ বিঘা মাছ চাষের জায়গা লাগবে। ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীদের কাছে এত জায়গা নেই। দেবাশিস শ্যামল মহাশয় কে বলছি আমাদের গ্রামে ২০জন মৎস্য চাষীকে একত্রিত করলেও ১০ বিঘা মৎস্য চাষের পুকুর হবে না। তারা কিভাবে মৎস্য উৎপাদক গ্রুপের অংশ হবেন। এবিষয়ে সংগঠনকে ভাবতে অনুরোধ করবো। মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক আমাকে ফোন করছেন এবং বারবার অনুরোধ করছেন আবেদন পত্রগুলি জমা দেওয়ার জন্য। মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের বিষয়ে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক বলেছেন আগে ব্যাংকে গিয়ে যোগাযোগ করতে এবং জিজ্ঞেস করতে ব্যাংক মৎস্যজীবীদের লোন দিবে কিনা। যদি ব্যাংক 'হ্যাঁ' বলে তাহলে আবেদনপত্র আধিকারিকের কাছে জমা করতে হবে। মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণের বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে গেছিলেন, পঞ্চায়েত প্রধান বলেছেন যদি কিছু হয় তা দুয়ারে সরকারে হবে তার কাছে এসে কোন লাভ নেই।

ভগবানপুর-১ ব্লকঃ

শক্তি বাবুঃ আমগাছিয়া থেকে টেংরাখালী পর্যন্ত নদী সংস্কারের প্রয়োজন। এছাড়াও ছোট ছোট খাল গুলো সংস্কার করা অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ বারে বারে সাধারণ মানুষকে বন্যার কবলে পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও বেশ কিছু রাস্তা রয়েছে যা ভেঙ্গে গিয়েছে। ফলে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। আমার অনুরোধ জেলা নেতৃত্ব একবার গিয়ে দেখে আসুন মৎস্যজীবীদের দুরবস্থার ছবি। প্রশান্ত বর্মন সবং থেকে এসে অনেক কষ্ট করে ভগবানপুর ১ ব্লকে সংগঠন তৈরি করেছেন। আগামী দিনে এই সংগঠন আরো শ্রীবৃদ্ধি করবে এই আশা রাখি।

তৃতীয়তঃ

সমস্ত ব্লকগুলির বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি তমাল তরু দাস মহাপাত্র। নিশ্চিত ভাবে জীবন ও জীবিকার মাঝখানে অনেক দুঃখ, অনেক ক্ষোভ, অনেক যন্ত্রণা আছে তার মধ্যেও এই সভায় মহিলাদের উপস্থিতি আমাকে অবাক করে দিয়েছে। মায়েরা এই সভায় এসে তাঁরা তাঁদের কথা একেবারে অকপটে তুলে ধরেছেন যা অত্যন্ত আনন্দের। সাহিদা বিবির বক্তব্য এই সভাকে একটি অন্য রূপ দিয়েছে। মঞ্চে উপবিষ্ট সকল জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে আমার আবেদন মহিলা ফোরাম গঠনের প্রস্তাব রাখছি। মৎস্য ক্ষেত্রে মহিলাদের সমস্যাগুলি প্রশাসনের সামনে রখতে হবে। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন -এর বিষয়ে বলবো এই সংগঠন দীর্ঘ দিন একটি চাপের মধ্যে ছিল এবং অন্য একটি সংগঠন রাজনৈতিক সুযোগ নিয়ে সরকারি দপ্তর থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল। বর্তমানে প্রশাসনিক ভাবে কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের গুরুত্ব অনেকটা বেড়ছে। এছাড়া বর্তমান সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক সংগঠনের দাবি গুলি শুনছেন এবং বিষয়গুলি নিয়ে ভাবছেন। মৎস্য

ভেন্ডর ইউনিয়ন নিয়েও জানানো দাবিগুলি সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিক মেনে নিয়েছেন। সরকারি সুযোগ সুবিধাগুলি ব্লকের মাধ্যমে বিতরণ হওয়ায় অমৎস্যজীবীরা সুযোগ সুবিধাগুলি পেতো। কিন্তু বর্তমানে এ ডি এফ মেরিন সংগঠনের দাবি শুনেছেন এবং কিছু ক্ষেত্রে সংগঠনকে বণ্টনের দায়িত্ব দিয়েছেন। সারা বছর সংগঠনের তরফে যে কর্মকাণ্ড হয়েছে তাতে প্রশাসনিক স্তরে সংগঠন অনেকটা প্রভাব রাখতে পেরেছে এবং প্রকাশিত পুস্তিকার বিষয়ে আমি বলবো যে এই ধরনের পুস্তিকা আগামী দিনে আরও সুন্দর করে তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

দেবাশিস শ্যামলঃ মৎস্যজীবী নিবন্ধীকণের বিষয়ে কিছু তথ্য জানান এবং আগামী দিনে রাজ্য সরকার কিভাবে সুযোগ সুবিধা দেবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় কিভাবে আবেদন করা হবে সে বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন। এরপর দেবাশিসবাবু দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের প্রাক্তন সভাপতি এবং ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিশওয়াকার্স -এর জাতীয় আহবায়ক প্রদীপ চ্যাটার্জী মহাশয়কে বক্তব্য রাখার আবেদন জানান।

প্রদীপ চ্যাটার্জীঃ মৎস্যজীবীরা যে সমস্ত প্রশ্নগুলি বা সমস্যাগুলি তোলেন এবং যে ভাবে নেতৃত্বরা এই সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবেন ও সমাধান করেন এই সম্পূর্ণ পদ্ধতি থেকেই আমি শিক্ষা নেই। সভায় উপস্থিত সমস্ত মৎস্যজীবীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি মৎস্যজীবী নই কিন্তু যা কিছু আমি শিখেছি তা মৎস্যজীবীদের কাছ থেকেই শিখেছি। সংগঠনের নেতা মানে সংগঠন তাঁকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আর সেই দায়িত্ব থেকে আমি পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামকে কিছু বলতে চাই। রাজ্য সরকার মৎস্যজীবীদের পরিচয় পত্র দিচ্ছে এটাকে এত সহজে আপনারা গ্রহণ করবেন না। কারন এই পরিচয় পত্র নিয়ে এর আগে অনেক কথা শোনা গেছে। যেমন QR কোড যুক্ত আধার কার্ড। আধার কার্ডের তথ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোন রাজ্য সরকারের নেই। কিন্তু সরকার যেটা করতে চেয়েছিল বা কিছুটা করে ছিল তা হল মৎস্যজীবীদের তথ্য সংগ্রহ করা। আমি আশা করেছিলাম যে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের নেতৃত্বরা একটা কথা বলবেন কিন্তু অনেক বড় বড় কথার মধ্যে একটা ছোটো কথা ধামাচাপা পড়েগেল। সেটা হচ্ছে আগে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত করার দায়িত্ব ছিল ইউনিয়নের। কিন্তু এখন চিহ্নিত করবে পঞ্চায়েত। এই চিহ্নিত করনের জন্য একজন ADF -এর ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এছাড়া একজন কর্তা আছেন কাল আরেক জন আসবেন কিন্তু মৎস্যজীবীদের প্রয়োজন সরকারি নীতি। আমি সকলকে সতর্ক করেই বলবো সংগঠন যেন তাদেরই অধিকারটা ছেড়ে না দেয়। মনে রাখতে হবে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের অধিকার মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত করা। এই অধিকার যেন কেউ ছিনিয়ে না নেয়।

সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদনের বিষয়ে বলবো এই প্রতিবেদনটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়। প্রতিবেদনে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিন্তু এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। প্রথমে ঠিক করতে হবে আমরা কি কি কাজ করব এবং এই প্রস্তুতি সাজানো থাক। সাজাতে হবে যে আমরা কি কি কাজ করতে পেরেছি আর কি কি কাজ করতে পারিনি। যদি কোনো ব্লকে কোনো বিশেষ কাজ হয়ে থাকে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। কিছু কিছু জায়গায় লেখা হয়েছে অবজারভারের ব্যর্থতা। এক্ষেত্রে অবজারভারের ব্যর্থতা বার্ষিক সাধারণ সভায় তখনই লেখা হবে যখন গুরুতর কিছু ব্যর্থতা ঘটবে। হতে পারে তার কাজে কোন সমস্যা আছে কিন্তু তাই বলে তার ওপর দোষ চাপানো ঠিক নয়। সংগঠনেরও উচিত অবজারভারদের কাজ পরিদর্শন করা এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো। দাদনপাত্রবাড় খটিকে সংগঠনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য চিঠি লিখতে বলা হয়েছিল কিন্তু তারা তা দেয়নি। এই বিষয়ে সকলকে জানাতে চাইবো যে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী

ফোরামের সংবিধানে কোন খটির সংগঠনের সাথে যুক্ত হওয়ার কোন রকম কোন আইন নেই। কোন মৎস্য খটি যদি চায় সে সহকারী সংগঠন হিসেবে কাজ করতে পারে কিন্তু সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা।

ন্যাশনাল প্লাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিস ওয়ার্কাস-এর বিষয়ে বলবো এই সংস্থা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের একটি জাতীয় মঞ্চ। এই মঞ্চ তৈরি হয়েছিল ২০১৬ সালে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের কথা জাতীয় স্তরে কমে যাচ্ছিল। জাতীয় স্তরে মৎস্যজীবীদের যে সমস্ত নীতি থাকা প্রয়োজন তা হারিয়ে যাচ্ছিল। মৎস্যজীবীদের জন্য কথা বলার জায়গা ছিল না। তাই এই জাতীয় মঞ্চ তৈরি করা। হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, ফাদার টমাস কোচারি এবং প্রবাদপ্রতিম মৎস্যজীবী নেতৃত্বদের কথা স্মরণ করেই বলছি। তাঁদের যে নৈতিকতা ছিল সেই নৈতিকতার পথেই এই সংস্থা এগিয়ে চলেছে। ২০১৬ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের ২০টি প্রদেশ থেকে মৎস্যজীবী সংগঠন এই জাতীয় মঞ্চের সাথে যুক্ত হয়েছে। কারণ তারা দেখেছেন এখানে সত্যিকারের মৎস্যজীবীদের কথা বলা হয়। আমি আশা রাখবো দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহাকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন তারা তাদের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের স্বার্থের জন্য লড়াইয়ের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম শুধু পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে নয় বরং আরো অনেক জেলায় তাদের সংগঠনের মধ্যে ছাপ ফেলতে সক্ষম হবে।

ভারতবর্ষের সরকারকে যদি বুঝতে হয় তাহলে বুঝতে হবে আজকে যে সরকার এসেছে তাকে শুধু সাম্প্রদায়িক বলে গালাগাল দিলে হবে না। এই সরকারের সাথে আগের সরকারের বড় পরিবর্তন হচ্ছে এই কয় বছরের মধ্যে এই সরকার শুধুমাত্র মৎস্য ক্ষেত্রে বা মৎস্য ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত প্রায় ৭-৮টি জাতীয় নীতি নিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে আইন। এই সরকার আগের সরকারগুলোর থেকে অনেক বেশি তৎপরতা দেখাচ্ছে। আগের সরকার চেষ্টা করেও পারেনি। তাই এইসমস্ত নীতি এটাই প্রমাণ করে যে জাতীয় সরকার মৎস্যক্ষেত্রটাকে বড়লোকদের হাতে বেচে দিতে চায়। প্রতিবার মৎস্যক্ষেত্রে নতুন নতুন নীতি আসছে। সেই নীতিতে লেখা থাকছে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য নীতি। কিন্তু এর একটিও ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য নয়।

IMF বিল ২০২২ এই বিল মৎস্যজীবীদের মাথার উপর খাঁড়া হয়ে ঝুলছে। এই বিষয়ে আমি বলবো যে মৎস্যজীবীদের অধিকার হননের জন্য এই বিল। এই বিলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবীদের পরিচয়টাই পালটে দেওয়া হয়েছে। এই বিলে বলা হয়েছে বর্তমানে সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ করা সমস্ত রকমের বড় যান্ত্রিক বোট ক্ষুদ্র। সরকারের লক্ষ্য ক্ষুদ্র এবং বৃহৎদের ব্যবধান মিটিয়ে সকলকে একটি স্তরে নিয়ে আসা। আমাদের দেশের সংবিধানে লেখা আছে সকলের সমান অধিকার এবং এই অধিকার বড় লোক এবং গরীব লোক উভয়ের জন্য সমান। সকলের উদ্দেশ্যে আমি বলছি মনে রাখতে হবে যারা শক্তিমান এবং দুর্বলকে সমান অধিকার দেয় তারা শক্তিমানের পক্ষের লোক। কারন সবাই জানেন জলে নামলে শক্তিমানেরা সমস্ত মাছ ধরে নিয়ে পালাবে। ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা মাছ পাবেনা। সমুদ্রে মাছ নেই এ কথা ভুল, ৮০ শতাংশ মাছ দানবীয় শক্তি যুক্ত আধুনিক যন্ত্র দিয়ে মৎস্য আহরণকারীরা ধরে নিয়েছে। সবলের জন্য আইন দরকার নেই। দুর্বলকে রক্ষার জন্য আইন প্রয়োজন। এই আইনের বিরোধিতা করছে NPSSFW। এই বিলের বিরুদ্ধে সরকারকে বার বার চিঠি লেখা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে -এর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। ফলে ৪টে সংসদীয় অধিবেশনেও সরকার এই বিল সংসদে পেশ করতে পারেনি। অনেক ক্ষুদ্র শক্তি দিয়েও আমরা এই সরকারকে বাধা দিতে পেরেছি। আমরা সমস্ত উপকূলীয় রাজ্যের সরকারকে চিঠি দিয়েছিলাম। আমরা সংসদের প্রত্যেকটা সদস্যকে চিঠি দিয়েছিলাম। কেরালা সরকার এবং তামিলনাড়ু সরকার এই বিলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই

বিল সম্পর্কে কিছু বলেনি। আমাদের এই ভাবে লড়াই করার জন্য এগোতে হবে। বিভিন্ন রকম ভাবে লড়াই করতে হবে। সংগঠনকে ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন জায়গাতে।

আমাদের লক্ষ রাখতে হবে প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী যেন আমাদের সংগঠনের আওতায় আসে। আমি বিশ্বাস করি আপনারা অনেকদূর এগিয়েছেন। একটা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সংগঠনের এই উৎসাহ, এই শৃঙ্খলা পরায়ণ কাজ এবং এই পদ্ধতি বজায় রাখা। প্রকাশিত পুস্তিকাটির অন্তত ১০০ কপি আমার প্রয়োজন। কারন প্রত্যেক জেলা সংগঠনকে, সরকারি আধিকারিকদের এবং সহকারী সংগঠনকে এই পুস্তিকা দিতে হবে।

চতুর্থতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনের পরিচালন কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। নতুন পরিচালন কমিটি নির্বাচনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের উপদেষ্টা সদস্য শশাঙ্ক শেখর দেব এবং মেদিনীপুর জেলা উপকূলীয় মৎস্য ভেন্ডর ইউনিয়নের সভাপতি সুজয় কৃষ্ণ জানা মহাশয়কে। নির্বাচনের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে বিভিন্ন ব্লক থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে কার্যকরি কমিটি গঠন করা হল- ১) সুশীল কুমার দাস (ময়না), ২) মদন মোহন মন্ডল (ভগবানপুর ১), ৩) দ্বীজেন্দ্র নাথ সিং (পটাশপুর ১) ৪) সুভাষ মন্ডল (রামনগর ১) ৫) গোকুল বাঁকুড়া (নন্দীগ্রাম ১) ৬) ঝর্না মন্ডল (কোলাঘাট) ৭) দীপক নাটুয়া (নন্দকুমার) ৮) চঞ্চল রায় (খেজুরী ২) ৯) মানসী দাস (নন্দীগ্রাম ২) ১০) আসেদা বিবি (কাঁথি ১), ১১) বেলা ভূঞ্যা (সুতাহাটা) ১২) ভগবতী গুচ্ছাইত (রামনগর ২) ১৩) শুষেণ মান্না (দেশপ্রাণ) ১৪) অমল ভূঞ্যা (মহিষাদল) ১৫) আশিস মাইতি (তমলুক পৌরসভা)। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম থেকে মনোনীত ৩ জন প্রতিনিধি হল ১) তমাল তরু দাস মহাপাত্র ২) সাহিদা বিবি এবং ৩) দেবাশিস শ্যামল।

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়নের কার্যকরি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হল। ১) অন্নপূর্না ধাপড় (অরকবাড়ি মৎস্য খটি) ২) গৌতম বেরা (কাউখালি মৎস্য খটি) ৩) গৌতম পাত্র (থানাবেড়্যা মৎস্য খটি) ৪) পঞ্চানন প্রামাণিক (ওয়াসিলচক মৎস্য খটি) ৫) চঞ্চল রায় (পূর্ব পাঁচুড়িয়া রায় মৎস্য খটি) ৬) বুলাশ্যাম প্রামাণিক (পশ্চিম পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি) ৭) দেবব্রত খুঁটিয়া (বগুড়ান জালপাই ২ নং মৎস্য খটি) ৮) বিনোদ বিহারী মাইতি (নানকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটি)। কমিটিতে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের মনোনীত প্রতিনিধি হলেন আশিস কুমার পন্ডা।

আগামী ১ মাসের মধ্যে নব নির্বাচিত কার্যকরি কমিটির সদস্যগণ আগামী ১ বছরের জন্য পরিচালন কমিটি গঠন করবেন। নতুন পরিচালন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত দেবাশিস শ্যামল এবং তলাম তরু দাস মহাপাত্র দায়িত্বভার সামলাবেন। পদাধিকারী নির্বাচনের পূর্বে ব্লক অবজারভারদের নাম প্রকাশ করতে হবে।

সভায় আরকোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ্রীকান্ত চন্দ্র

(সভার সভাপতির স্বাক্ষর)

কার্যকরি কমিটির তালিকা ২০২২-২৩

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

ক্রমিক নং	নাম	ব্লক
১	সুশীল কুমার দাস	ময়না
২	মদন মোহন মন্ডল	ভগবানপুর ১
৩	দ্বীজেন্দ্র নাথ সিং	পটাশপুর ১
৪	সুভাষ মন্ডল	রামনগর ১
৫	গোকুল বাঁকুড়া	নন্দীগ্রাম ১
৬	ঝর্না মন্ডল	কোলাঘাট
৭	দীপক নাটুয়া	নন্দকুমার
৮	চঞ্চল রায়	খেজুরী ২
৯	মানসী দাস	নন্দীগ্রাম ২
১০	আসেদা বিবি	কাঁথি ১
১১	বেলা ভূঞ্যা	সুতাহাটা
১২	ভগবতী গুচ্ছাইত	রামনগর ২
১৩	শুষেণ মান্না	দেশপ্রাণ
১৪	অমল ভূঞ্যা	মহিষাদল
১৫	আশিস মাইতি	তমলুক পৌরসভা
১৬	তমাল তরু দাস মহাপাত্র	ডি এম এফ প্রতিনিধি
১৭	সাহিদা বিবি	ডি এম এফ প্রতিনিধি
১৮	দেবাশিস শ্যামল	ডি এম এফ প্রতিনিধি

কাঁথি মহকুমা খটী মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	নাম	খটি
১	অন্নপূর্না ধাপড়	অরকবাড়ি মৎস্য খটি
২	গৌতম বেরা	কাউখালি মৎস্য খটি
৩	গৌতম পাত্র	থানাবেড়্যা মৎস্য খটি
৪	পঞ্চানন প্রামাণিক	ওয়াসিলচক মৎস্য খটি
৫	চঞ্চল রায়	পূর্ব পাঁচুড়িয়া মৎস্য খটি
৬	বুলাশ্যাম প্রামাণিক	পশ্চিম পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি
৭	দেবব্রত খুঁটিয়া	বগুড়ান জালপাই ২ মৎস্য খটি
৮	বিনোদ বিহারী মাইতি	নানকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটি
৯	আশিস কুমার পন্ডা	ডি এম এফ প্রতিনিধি

মহিলা শাখা (তদারকি কমিটি)

ক্রমিক নং	নাম	ব্লক
১	সুজাতা বর	দেশপ্রাণ
২	জ্যোৎস্না বর	কাঁথি ১
৩	মিনু মন্ডল দাস	ময়না
৪	ঝর্না মন্ডল	কোলাঘাট
৫	ভগবতী গুচ্ছাইত	রামনগর ২
৬	মানসী দাস	নন্দীগ্রাম ২
৭	শ্রীদেবী কর ভূঞ্যা	মহিষাদল
৮	ছায়া বর্মন	ভগবানপুর ১
৯	মিনু মন্ডল	পটাশপুর ১
১০	সাহিদা বিবি	নন্দীগ্রাম ১
১১	কমলা পাত্র	খেজুরী ২
১২	বেলা ভূঞ্যা	সুতাহাটা
১৩	সন্ধ্যা সেন	নন্দকুমার

ব্লক কমিটি

কাঁথি ১ ব্লক

ক্রমিক নং	নাম	পদ
১	সুভাষ মাইতি	সভাপতি
২	শঙ্কর বর	সম্পাদক
৩	জ্যোৎস্না বর	কোষাধ্যক্ষ
৪	চন্দন দাস	সদস্য
৫	রবীন্দ্র নাথ ভূঞ্যা	সদস্য

খেজুরী ২ ব্লক

১	চঞ্চল রায়	সভাপতি
২	রবীন পাত্র	সম্পাদক
৩	গৌতম বেরা	কোষাধ্যক্ষ
৪	বুলাশ্যাম প্রামাণিক	সদস্য
৫	পরিক্ষীত পাত্র	সদস্য
৬	সাবিত্রী প্রামাণিক	সদস্য
৭	অন্নপূর্ণা ধাপড়	সদস্য
৮	গৌতম পাত্র	সদস্য
৯	গনেশ আড়ি	সদস্য

মহিষাদল

১	সেক কাদের	সভাপতি
২	গৌর বেরা	সহ সভাপতি
৩	সেক মুক্তেজা	সম্পাদক
৪	নিতাই বেরা	সহ সম্পাদক
৫	ভীম সাউ	কোষাধ্যক্ষ
৬	অমল ভূঞ্যা	হিসাব রক্ষক

দেশপ্রাণ

ক্রমিক নং	নাম	পদ
১	প্রভাষ বর	সভাপতি
২	আশিস ওঝা	সহ সভাপতি
৩	শুষেণ মান্না	সম্পাদক
৪	বিজলী গিরি	সহ সম্পাদক
৫	আশিস পন্ডা	সদস্য
৬	সুজাতা বর	সদস্য
৭	শ্রীকান্ত গারু	সদস্য

কোলাঘাট

১	লক্ষীকান্ত মল্লিক	সভাপতি
২	সুকুমার মন্ডল	সহ সভাপতি
৩	ফটিক মান্না	সম্পাদক
৪	নিতাই পাকিরা	সহ সম্পাদক
৫	প্রভাস কুমার মান্না	কোষাধ্যক্ষ
৬	সত্য বারিক	সদস্য
৭	মঙ্গল মন্ডল	সদস্য
৮	রেখা সার	সদস্য
৯	করুনা খাঁড়া	সদস্য
১০	দেবব্রত খাঁড়া	সদস্য
১১	সেখ মফিজুল রহমান	সদস্য
১২	সমীর খাঁড়া	সদস্য
১৩	ঝর্ণা মন্ডল	সদস্য

নন্দকুমার

১	দীপক বর্মন	সভাপতি
২	সন্ধ্যা সিংহ	সহ সভাপতি
৩	দীপক নাটুয়া	সম্পাদক
৪	কমল মন্ডল	সহ সম্পাদক
৫	রাজীব সিংহ	কোষাধ্যক্ষ
৬	নিতাই মন্ডল	সদস্য

৭	সেক রবিবুল	সদস্য		৭	দেবশংকর জানা	সদস্য
৮	শ্রীকান্ত মান্না	সদস্য		৮	প্রতিমা বর্মন	সদস্য
৯	সেক আমির হামজা	সদস্য				
১০	শ্রীদেবী কর ভূঞ্যা	সদস্য				
১১	প্রতিমা সাঁতরা	সদস্য				
নন্দীগ্রাম ১				**নন্দীগ্রাম ২**		
১	সহদেব মন্ডল	সভাপতি		১	মানসী দাস	সভাপতি
২	অঞ্জলী বর	সহ সভাপতি		২	গৌরহরি খুঁটিয়া	সহ সভাপতি
৩	রতন বাঁকুড়া	সম্পাদক		৩	ভীম বর্মন	সম্পাদক
৪	স্বরূপ মন্ডল	সহ সম্পাদক		৪	চঞ্চল বর্মন	সহ সম্পাদক
৫	সজল সাউ	কোষাধ্যক্ষ		৫	শচী রানী বর্মন	কোষাধ্যক্ষ
৬	গোকুল বাঁকুড়া	সদস্য		৬	গোপাল মন্ত্রী	সদস্য
৭	সাহিদা বিবি	সদস্য		৭	সরস্বতী বর্মন	সদস্য
				৮	সবিতা বর্মন	সদস্য
পটাশপুর ১				**রামনগর ২**		
১	দ্বিজেন্দ্র নাথ সিং	সভাপতি		১	মাধব মন্ডল	সভাপতি
২	স্বপন মিদ্যা	সহ সভাপতি		২	বুলুরানী মেইকাপ	সহ সভাপতি
৩	অশোক বাগ	সম্পাদক		৩	ভগবতী গুচ্ছাইত	সম্পাদক
৪	ভবানী বর্মন	সহ সম্পাদক		৪	সন্তোষ বর	সহ সম্পাদক
৫	হংসধ্বজ মন্ডল	কোষাধ্যক্ষ		৫	শম্ভু বর	কোষাধ্যক্ষ
৬	বসন্ত জালি	সদস্য		৬	খুকুমনি গায়েন	সদস্য
৭	গীতারানী বর্মন	সদস্য		৭	সুশান্ত বর	সদস্য
৮	কার্ত্তিক বাগ	সদস্য		৮	গৌরাঙ্গ বেরা	সদস্য
৯	মাধব গিরি	সদস্য		৯	সরস্বতী দাস	সদস্য
				১০	ধনঞ্জয় বারিক	সদস্য
				১১	গুরুকৃষ্ণ প্রধান	সদস্য
সুতাহাটা				**ময়না**		
১	অংশুমান মিদ্যা	সভাপতি		১	ভূবন ভঞ্জ	সভাপতি
২	নির্মল দাস	সহ সভাপতি		২	কৃষ্ণা দাস	সহ সভাপতি
৩	হারাধন দাস	সম্পাদক		৩	নারায়ন মাইতি	সম্পাদক
৪	রবীন্দ্র নাথ পাত্র	সহ সম্পাদক		৪	প্রতাপ সিংহ	সহ সম্পাদক
৫	সরস্বতী পাইক	কোষাধ্যক্ষ		৫	সুশীল দাস	সদস্য
৬	মমতা হালদার	সদস্য		৬	চন্দন মন্ডল	সদস্য
৭	গোরাচাঁদ নস্কর	সদস্য		৭	লতিকা মুড়া	সদস্য
৮	বেলা ভূঞ্যা	সদস্য		৮	রতন দাস	সদস্য
				৯	মানসী মুড়া	কোষাধ্যক্ষ

ভগবানপুর - ১

১। সুবীর ভূঞ্যা - সভাপতি

২। সুবীর চন্দ্র পাত্র - সহ সভাপতি

৩। মুক্তা মন্ডল - সম্পাদক

৪। বাবলু বর্মন - সহ সম্পাদক

৫। নিত্য গোপাল মন্ডল - কোষাধ্যক্ষ

৬। মুলেন্দু ভূঞ্যা -

৭। মদন মন্ডল - [illegible]

বার্ষিক সাধারণ সভা - ২০২৩

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

মুদ্রণেঃ- লেজার ওয়ার্ল্ড
পি৪এ, সি.আই.টি রোড, স্কিম-৫২, কলকাতা- ৭০০ ০১৪
যোগাযোগঃ ৯৮৩১১ ৬১৯৬১ / ৯০০৭৭ ৩৮১৬৩

প্রচ্ছদেঃ - রাজ উল্লা
যোগাযোগ ঃ 8509553538

কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটির উদ্যোগ রক্তদান শিবির

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপন

খেজুরী ২ ব্লক সম্মেলন

মহিষাদল ব্লকের ভাঙাবেড়্যা ঘাট পরিদর্শন

নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটি

নন্দীগ্রাম ১ ব্লকে ডেপুটেশন

নন্দীগ্রাম ২ ব্লক সম্মেলন

নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালায় প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জাতীয় মঞ্চ (NPSSFW)- সংবর্ধনা জ্ঞাপন

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপন

ভগবানপুর ১ ব্লক সম্মেলন

মহিলা শাখা কমিটির সভা

প্রস্তাবিত তাজপুর বন্দর বাতিলের দাবিতে

জীবিকা সহায়তা প্রদান

সাংগঠনিক কার্যক্রম

পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা

দেশপ্রাণ ব্লক শাখা কমিটির সভা

পটাশপুর ১ ব্লক সম্মেলন

ময়না ব্লক সম্মেলন

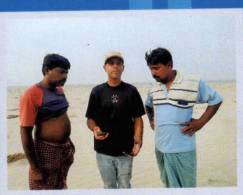

জি পি এস লোকেশান প্রশিক্ষণ

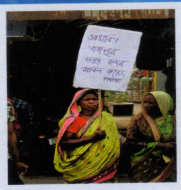

দিঘার রালিতে

৫-ম বার্ষিক সাধারণ সভা

রামনগর ২ ব্লকের ডেপুটেশন

রামনগর ২ ব্লকের ডেপুটেশনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি।

জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন

নেতৃত্ব বিকাশ কর্মশালার প্রশিক্ষক শান্তনু চক্রবর্তী

মহিষাদল ব্লকে ডেপুটেশন

সুতাহাটা ব্লক শাখা কমিটির সভা